www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নেতাজি ও স্বামীজি

ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

২৩ জানুয়ারি নেতাজির শুভ জন্মদিন অক্ষয় হোক

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ৮ মাঘ – ১৪ মাঘ, ১৪২২ ঃ ২৩ জানুয়ারি – ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 13, 23 January - 29 January, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নেতাজি বিষয়ক ফাইল প্রকাশ করে সাড়া ফেলার পর এবার তাইহোকু দুর্ঘটনা মানি না বলে রীতিমত বোমা ফাটালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাও আবার কৃষ্ণা ও সুগত বসুর উপস্থিতিতে যারা এই দুর্ঘটনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রবিবার : সোহরাব কেলেঙ্কারি ক্রমেই আরও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রাজনৈতিক দল যে অপরাধীদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আবারও একবার প্রমাণ করে দিল সোহরাব। এখন সব দলই মুখ ঢাকতে ব্যস্ত। এই অবসরে দুর্বৃত্তায়নের পঙ্কিল জায়গা থেকে শাসকের কেলেঙ্কারি নিয়ে মুখর সিপিএম। বাদ নেই কংগ্রেস, বিজেপি এবং ছোট মাপের বিরোধীরাও।

সোমবার : হাসপাতাল থেকে থানা, বিদ্যালয় থেকে সরকারি অফিস সব জায়গাতেই শূন্য পদের পাহাড় জমছে। ব্যাহত হচ্ছে সরকারি পরিষেবা। ভুগছে মানুষ। বিদ্যালয় কলেজ তৈরি হচ্ছে। পড়াবার লোক নেই। হাসপাতাল হচ্ছে ডাক্তার নেই। সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা হচ্ছে। কর্মী নেই।

মঙ্গলবার : মুখ্যমন্ত্রীর গতিধারা বাঁচাতে এবার ওলা–উবেরের ট্যাক্সির পারমিট দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল পরিবহন দপ্তর। লাক্সারি ট্যাক্সির বদলে অন্য গাড়ি কেনার উপরেও বাড়তি উৎসাহ দেবে সরকার। প্রসঙ্গত ওলা–উবেরের সংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণ ট্যাক্সি চালকদের উদ্বিগ্ন করলেও পরিষেবার দিক থেকে বেজায় খুশি ছিলেন বহু মানুষ।

বুধবার : ৯০–এর দশকের একেবারে গোড়ায় হিন্দুত্বের কমন্ডলের পাশাপাশি প্রবল হয়ে উঠেছিল জাত–পাত নিয়ে মন্ডল কমিশনের প্রাদুর্ভাব। সেই স্মৃতিকে উসকে দিয়ে আবারও জাত–পাত দীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ বিশ্বায়নের ভারতেও। হায়দরাবাদে এক দলিত ছাত্রের আত্মহত্যার পেছনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বদান্যতা আছে বলে অভিযোগ করছে বিরোধীরা।

বৃহস্পতিবার : পাকিস্তান শান্তিতে নেই। ভাবা হয়েছিল দেশভাগ হলে সব ভূখন্ডে সুখ ধরা দেবে। কিন্তু নানা ভুল সিদ্ধান্তে, ধর্মান্ধ সন্ত্রাসবাদীদের কাছে মাথা নত করে বিপাকে পাকিস্তান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ভবিষ্যত নিকেশ করার চেষ্টা করছে সন্ত্রাসবাদীরা।

শুক্রবার : ফুটপাতের খাবারে নিয়ন্ত্রণ আনতে জাতীয় নীতি ঘোষণার প্রস্তুতি নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি মাসেই ফুটপাতে খাবার দোকানের সুমারি শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। এবার হয়তো বদলাতে পারে রাস্তার খাবারের মান।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সঙ্গী খুঁজছে মরিয়া সিপিএম

পার্থসারথি গুহ

মুকুল রায়ের চালে ইতিমধ্যেই ক্লিন বোল্ড হয়ে গিয়েছে বঙ্গের তথাকথিত বিরোধী শক্তি। যাদের মধ্যে অগ্রনী নাম অবশ্যই সিপিএম এবং কংগ্রেস। বস্তুত মুকুল রায় যেভাবে এই বিরোধী নেতাদের জোটের স্বপ্ন দেখিয়ে এক দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তা হঠাৎ করে চুরমার হয়ে যাওয়ায় বেসামাল সরকার বিরোধী এই অক্ষরেখা। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস হাইকমান্ড যদি তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে বিধানসভার মহড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তা হলে আরও গাড্ডায় পড়বে সিপিএম তথা বামেরা। যদিও সিপিএম ছাড়া অন্য বাম দলগুলির কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার ব্যাপারে অতটা আগ্রহ চোখে পড়েনি।

যার মধ্যে সিপিআই তো সাফ জানিয়েছে ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাধার জন্য দলের যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার মাসুল আজও দিতে হচ্ছে। এহেন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাধায় তাই ঘোরতর আপত্তি সিপিআইয়ের। বৃহত্তর বাম আন্দোলনের আরও এক শক্তি লিবারেশন তো কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের জোট করার চেষ্টাকে রীতিমতো একহাত নিয়েছে। তাদের বক্তব্য বিজেপি বা অন্য বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত দলের থেকে কংগ্রেস কোনওভাবেই আলাদা নয়। এসইউসি(সি) দলের পক্ষেও এই জোট মানা খুব একটা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এককালে যে দলের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দিরা গান্ধিকে 'ডাইনি' উপাধি দিয়েছিল সিপিএমের কমরেডরা তারাই এখন সোনিয়া–রাহুলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে। আসলে সিপিএমের অবস্থা এখন ডুবন্ত টাইটানিক জাহাজের মতো। যাকে পাচ্ছে তাকে খড়কুটো ভেবে বসছে। এর মধ্যে কংগ্রেস বুর্জোয়া না পুঁজিবাদী তা ভাবার সময় নেই। ক্ষমতার মধু থেকে দূরে থাকতে আর যেন পারছেন না কমরেডরা।

সেইজন্য গোমাংস ভক্ষণ উৎসব থেকে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি সবেতেই শরিকি ভাগাভাগি করায় মগ্ন সিপিএম। আর এই সিপিএমের অধুনা সবথেকে বড় শরিক কংগ্রেস(আই) দলটি। যদিও সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিজেপিকে চাপে রাখতে শেষ পর্যন্ত ঘাসফুলে যদি হাত দেন সোনিয়াজিরা তবে পরিত্রাণ নেই লাল পার্টির। সেক্ষেত্রে একমাত্র ভগবান থুড়ি মার্কস–লেনিনের বিদেহী আত্মা হয়তো বাঁচাতে পারে এই ডুবন্ত নৌকোর সওয়ারিদের। যদিও পাড় সিপিএম ভক্তরা এখনও আশায় রয়েছেন 'সবেধন নীলমণি' কংগ্রেসকে নিয়ে। শেষমেষ কি হবে জবাব দেবে ভবিষ্যৎ।

মুকুলের প্রত্যাবর্তনে কিছু নেতার সাড়ে সর্বনাশ, ঝরে পড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুকুল রায়ের পৃথক দল গঠন নিয়ে রাজ্যের সমস্ত বিরোধী শিবির আসন্ন ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে বেশ ঘুঁটি সাজাচ্ছিল। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের এই 'সেকেন্ড ম্যান' বিরোধীদের সমস্ত পরিকল্পনায় অবশেষে জল ঢেলে দিয়ে আবার মূল শিবিরে ফিরে এলেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করা মুকুল রায় আবার নিজের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন নিজের খাস তালুকে। যার জেরে জেলায় কয়েকজন নেতা ও বিধায়ক দলে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে যেতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা। মুকুল রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার কারণে বেশ কয়েকজন জেলার নেতা দলের সামনের সারিতে জায়গা পেয়েছিলেন। এমনকি বিধায়কও হয়েছিলেন।

কিন্তু দলনেত্রীর সঙ্গে মুকুলবাবুর দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠমহলের একটা বড় অংশ মুকুল রায় থেকে দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছিলেন। এমনকি, দলীয় বৃত্তে মুকুল বিরোধী কথা বলে দলের অনুগত প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ বলে বিশেষ সূত্রের খবর। কিন্তু মুকুল রায়ের প্রত্যাবর্তনের জেরে এখন সেই একটা ঘনিষ্ঠরাই পড়ে গিয়েছেন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায়। দলীয় সূত্রে খবর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন কোনও কোনও বিধায়ক। আবার কেউ কেউ দলীয় ক্ষমতায় কাটছাঁট হবার সম্ভাবনা নিয়েও চিন্তিত। মুকুল রায়ের সঙ্গে দলের দূরত্ব বাড়ার পরেও যারা মুকুল সঙ্গে ছাড়েননি, তাদের মধ্যে কয়েকজন দল থেকে নির্বাসিত হলেও, বাকিরা বহাল তবিয়তেই

দলে রয়ে গিয়েছেন। উল্টে মুকুল ঘনিষ্ঠতার জন্য দলনেত্রীর ইচ্ছায় বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন সব্যসাচী দত্ত। বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামকে দেওয়া হয়েছে হজ কমিটির চেয়ারম্যানের পদও।

এসব দেখে একদা মুকুল ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জেলা নেতৃত্ব আফশোস করতে শুরু করেছেন দলীয় বৃত্তে। তলে তলে যোগাযোগ না রাখাটা ভুল হয়েছে বলে তারা মনে করছেন। জেলার যে সব নেতারা মুকুল গোষ্ঠীর বিরোধী বলে পরিচিত, তারা এতদিন দলে প্রথম সারিতে উঠে এলেও মুকুল রায়ের প্রত্যাবর্তনের কারণে সেই অধিকার খর্ব হতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। যদিও জেলা তৃণমূলের এক প্রথম সারির নেতার কথায়, 'মুকুল রায়ের দলে ফেরার কোনও প্রভাব জেলায় পড়বে না। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই মুকুল রায়কে চলতে হবে। কোনও প্রতিশোধস্পৃহা বা গোষ্ঠীবাজি আমাদের দলনেত্রী মেনে নেবেন না।' প্রথম সারির এই জেলা নেতৃত্বের দাবি সঠিক। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবিক গোষ্ঠীবাজির বিরুদ্ধে। এ সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগনায় গোষ্ঠীবাজি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যে প্রকট তা মানছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহল।

এসইউসি'র কৃষক সংগঠনের এক জেলা নেতৃত্ব তথা রাজ্য কমিটির সদস্য কানাই ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ঘটনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বলুক, এটা বন্ধ হবে না। কারণ এখানকার পার্টি নেতৃত্ব এলাকায় জনসেবা থেকে নিজের সেবায় যত্নবান। এই আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতি সর্বস্বতা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উৎসস্থল। যা বর্তমান শাসকদলের নেতা–নেত্রীদের মধ্যে একশো শতাংশ বর্তমান। একারণে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকবেই।' আর এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কুফল ভোগ করবে সাধারণ মানুষ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যে জঙ্গি হানার আশঙ্কা

কুনাল মালিক

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সেই মর্মে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সরকারকেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সতর্ক করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই ২৪ পরগনার বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে জামাত–উল–মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের বেশ কয়েকজন সদস্য এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জয়েশ–ই–মহম্মদের বেশ কয়েকজন সদস্যও নাকি ভারতে প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা তাদের খোঁজ পাচ্ছে না।

বিশেষ সূত্র মারফৎ গোয়েন্দা দফতর জানাতে পেরেছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এ রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রেলওয়ে জংশন ও ব্রিজে জঙ্গি নাশকতা ঘটানোর ছক করেছে নানা জঙ্গি সংগঠন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে জঙ্গিরা এই নাশকতা ঘটাতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর জঙ্গি লোকজনের মধ্যে বেশ কয়েকজন আত্মঘাতী সদস্যও আছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইতিমধ্যেই সব জেলা সহ কলকাতার উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সতর্ক করেছে। কলকাতার বিশেষ বিশেষ জায়গা এবং গোয়েন্দা সূত্রের খবর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্ম জয়ন্তী থেকে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের মধ্যে যে কোনও সময় জঙ্গিরা এ রাজ্যে নাশকতা ঘটাতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর সুন্দরবনের অরক্ষিত জল পথে আরও জঙ্গি সংগঠনের লোকজন বাংলাদেশ থেকে এরাজ্যে ঢোকার জন্য সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে আছে। বিএসএফ ও উপকূল রক্ষী বাহিনীকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সতর্ক করেছে ওপার বাংলায় জামাতপন্থী নেতাদের একের পর এক ফাঁসির পর এদেশের সরকারের সমর্থন থাকায়, মৌলবাদী সংগঠনের লোকজন রীতিমতো ক্ষিপ্ত। তাই তারা যে কোনও মূল্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতে বড় ঘটনা ঘটাতে চাইছে।

বসতবাড়ি বিক্রি করে নিঃস্ব দেশাত্মবোধক সিডির নির্মাতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়ার নট্ট পাড়ার একদা কৌলিন্য এখন আর নেই। শোনা যায় ঢোল সম্রাট ক্ষিরোদ নট্টর স্মৃতি বিজড়িত নট্ট পাড়া সন্ধ্যে হলেই মুখরিত হয়ে উঠত ঢোল, সানাই, বাঁশি, তবলা ও হারমোনিয়ামে। প্রখ্যাত যাত্রাদল নট্ট কোম্পানি এদের হাতেই তৈরি। কিন্তু বাম জমানায় কোনও সম্মান মেলেনি নট্টদের অনেকেই পেটের টানে নিজেদের শিল্পকলা ছেড়ে রিকশা–ভ্যান টানেন। তাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম জগদ্বন্ধু মিউজিক্যাল ব্যান্ডের কর্ণধার বিমল নট্ট ওরফে বিমল নন্দী। মূলত তিনি একজন বাদ্যশিল্পী। বর্তমান বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। প্রবল দেশাত্মবোধের আকর্ষণে বিমলবাবু নিজের শেষ সম্বল বসতবাড়ি বিক্রি করে ২০০৮ সালে 'দেশ আমার' নামে একটি দেশাত্মবোধক গানের অ্যালবাম তৈরি করেন। তাঁর তৈরি এই সিডি'তে আছে ন'খানি দেশাত্মবোধক গান সহ বিভিন্ন ভারতী মনীষীদের জাতীয় ধ্বনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান্ধিজির 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', নেতাজির তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' সব মিলিয়ে এই সিডিটি দেশাত্মবোধক সুর ও তালের মূর্চ্ছনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিমলবাবুর তৈরি এই অনবদ্য সঙ্গীত অ্যালবামটি সমগ্র রাজ্যব্যাপী সাড়া ফেলেছে। বড় আশায় বুক বেঁধেছিলেন তার এই সিডি প্রচার পাবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হয়নি। ভোট সর্বস্ব রাজনীতির কাছে তার এই অসামান্য উদ্যোগ হার মানে। দেশাত্মবোধের গানের অ্যালবাম তৈরি করে তিনি আজ সর্বস্বান্ত। এই সিডি তৈরির কারণে ২০০৮ সালে নিজের বসতবাড়ি মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করে আরও প্রায় দশ হাজার টাকা ধার করে প্রায় আশি হাজার টাকা ব্যয়ে এই অ্যালবাম তৈরি করেন বিমলবাবু। আজ কপর্দকশূন্য হয়ে এলাকারই একটি বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে নিয়ে ভাড়া থাকেন। অভাবের সংসার। উপার্জন বলতেও নির্দিষ্ট করে কিছু নেই। মাঝে মধ্যে কিছু অনুষ্ঠান করে আয় হয়। সেই উপার্জনে পরিবার প্রায় না চলার মতই। বাড়িতে অভাবের চিত্র পরিষ্কার। বছর কয়েক আগেও এতটা দৈন্যদশা ছিল না। ধারের দশহাজার টাকা আজও পরিশোধ করে উঠতে পারেননি। বিমলবাবু নিজে একজন হৃদরোগী হলেও, নিয়মিত ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই। এর মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আইসিইউতে ভর্তিও ছিলেন। বছর দুয়েক আগে মাথায় অস্ত্রোপচারও হয় তার। বিমলবাবুর এই অভিনব সিডি'র ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির বীণাপাণি ঠাকুর (বড়মা) নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা বসু, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি প্রমুখ। মতুয়া মহাসঙ্ঘের বড়মা তার শংসাপত্রে জানিয়েছেন, 'দেশ আমার' সিডি বাজালে তার দেশপ্রেমের সুর ও শব্দ যতদূর যাবে, তাতে জনগণের মনে, হৃদয়ে স্বাধীনতার জাতীয় চেতনারও জনজাগরণ বৃদ্ধি পাবে ও স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন জয় করবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।' কৃষ্ণা বসু সিডিটির প্রশংসা করে এর জনপ্রিয়তা কামনা করেছেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি উল্লেখ করেছেন, 'আমি অন্তত ইতিপূর্বে এই ধরনের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের উপরে সুর ও তাদের সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা সিডি শুনিনি।

এক কথায় অনবদ্য। আমি জেনেছি আপনি একজন হৃদরোগী ও জীবনের শেষ সম্বল অর্থাৎ নিজের বসতবাড়ি বিক্রি করে এই সিডি প্রকাশ করেছেন। এমনই মহান দেশপ্রেম, যা বাংলার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। আপনার এই অসামান্য প্রয়াস যাতে সফল হয়, তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করব।' কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চিঠি লেখার কিছুদিন পরই প্রিয়রঞ্জনবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অ্যালবাম প্রকাশের পর বিমলবাবু কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন প্রচারের আশায় দু–দু'বার তার দপ্তরে সিডিসহ আবেদন জানান। কিন্তু সিডির কোনও প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়ায় হতাশ বিমলবাবু সিডি ফেরত চেয়ে ২০১০ সালের শেষদিকে চিঠি পাঠান। এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে সরকারের পালাবদল ঘটে। সরকারে আসে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমলবাবু আবারও আশায় বুক বাঁধেন। এবার হয়তো পরিবর্তনের সরকারের আমলে তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে। গত বছর দুর্গাপুজোয় বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বাড়িতে বাদ্যানুষ্ঠানের সময় তার হাতে এই সিডি দেন। সাংসদ সিডি শুনে প্রশংসা করেন। আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই অ্যালবাম পৌঁছে দেবেন। এরপরেও কয়েকমাস অতিবাহিত। আজও কোনও প্রাপ্তি স্বীকার আসেনি মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে। এদিকে লোক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী ঢাকঢোল শিল্পীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রতি বছর যাত্রা উৎসবের উদ্বোধনে তিনি বেশ কয়েকজন শিল্পীকে সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করছেন। কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগনা এক অন্যতম শহরতলি হাবড়ার বাসিন্দা বিমলবাবু কোন অজ্ঞাতকারণে আজও সেই তালিকার বাইরে রয়ে গেলেন। অথচ ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়াডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে বিমলবাবুর নেতৃত্বে হাবড়া ও অশোকনগর থেকে ১৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। যে অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাজীব গান্ধি, সোনিয়া গান্ধি, অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান সহ দেশ–বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাদের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতির বাদ্য পরিবেশন করে উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হাত থেকে শংসাপত্র গ্রহণ করে এই জেলা সহ রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। আজ সেই বিমলবাবু অসহায়, অর্থহীন অবস্থায় দিনযাপন করছেন। তার এই অবস্থা এলাকার লোকশিল্পীগণ সহ ঠাকুরনগরের মতুয়াদের একাংশে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন স্থানীয় সৃজনশীল ও সংশ্লিষ্ট মহলের মানুষ। এমনকি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট সর্বস্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ারও আশঙ্কা করছেন তাঁরা। তবু বিমলবাবু আজও চাতক নয়নে চেয়ে আছেন মা–মাটি–মানুষের সরকারের দিকে। তিনি মনে করেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সংস্কৃতিমনস্ক। ফলে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে তার হতভাগ্যে।

ফের আর্থিক মন্দার ছায়া

জানুয়ারিতেই ভারতের বাজার পতনের খাদে দাঁড়িয়ে

শুদ্ধাশিস গুহ

ভারতীয় বাজারের মন্দা কবে কাটবে তার পূর্বাভাস কেউই করতে পারছেন না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতের শেয়ার বাজার যেভাবে ভালো খবরকে পাত্তা দিচ্ছে না, এবং যে কোনও ছোটখাটো খারাপ খবরকে বড় করে দেখছে তার ফলে এই কারেকশন আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকতে পারে।অন্ততপক্ষে আগামী মার্চ–এপ্রিল কোয়ার্টার পর্যন্ত ভারতীয় বাজারে মন্দা বজায় থাকার জোর সম্ভাবনা। এর মধ্যে আবার ওষুধ কোম্পানির শেয়ারগুলির অবস্থাও খুব খারাপ বলেই মনে হচ্ছে। যদিও গত ৩–৪ বছরে যেভাবে বেড়েছিল ভারতে ওষুধের শেয়ারের দাম তাতে এই কারেকশন খুব প্রয়োজন ছিল। এতেই গিয়ে সঠিক ভ্যালুয়েশনটা নির্ধারন করা সহজ হয়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ওষুধের শেয়ার ঘুরতে আরও মাস ছয়েক লাগতেও পারে। এর মানে এই নয় ওষুধ চিরকালের বেয়ার কক্ষে ঢুকে বসল। বরং এই কারেকশন পর্ব শেষে ওষুধের শেয়ারের দাম ফের আগের উচ্চতায় তো পৌঁছবেই, এমনকি তাকে ছাপিয়েও যেতে পারে। ফলে এই খারাপ সময়ে ভালো মানের যে ওষুধ কোম্পানিগুলির দাম নিচে আসছে তা প্রতি পতনে অল্প অল্প করে কেনাটাই শ্রেয়। একসময় দেখা যাবে এই ওষুধ কোম্পানির শেয়ারে আপনার অ্যাভারেজ যথেষ্ট ন্যায্য দামে দাঁড়িয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে আগামীর সোপান গড়া সম্ভব হবে। গাড়ির শেয়ার তুলনামূলক ভালো জায়গায় আছে। এইগুলোও কেনা শুরু করতে হবে। এর সঙ্গে অবশ্যই আইটি যুক্ত হবে। তাছাড়া ক্যাপিটাল গুডস আর কিছু ভালো ব্যাঙ্ক সে প্রাইভেট হোক আর পিএসইউ সঞ্চয় শুরু করতে হবে।

এই খারাপ বাজারে সঠিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। মানে বাজার যতক্ষণ স্থিতাবস্থা ফিরে পায় তার দিকে নজর রাখায় জোর দেওয়া হচ্ছে। বাজারে সংশোধনী আসাকে অস্বাভাবিক না ভাবলেও যে পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে তা চলছে তা একটু হলেও চিন্তাবরাবরের মতো এই রকম অবস্থার সামনে পড়ে সাধারণ লগ্নিকারীদের মধ্যে একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনোভাব কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি মাস বা তার আগে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহটা কিছুটা শর্ট কভারিং আসার অপেক্ষাও রয়েছে। তবে সেই ভালোর পরিমাপ কতদূর বিস্তৃতি লাভ করবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। মোটামুটিভাবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলছেন বাজারের এই উত্থান হয়তো সাময়িক, তার পর আবার পড়বে বাজার। এখানেই অবশ্য দ্বিমত পোষণকারী আরেকটি অংশ রয়েছে।আবার উলটো দিকে যারা সব ঠিক হয়েছে ভেবে নিয়ে একটু কিনে খেলার কথাব ভাববেন তারাও খুব একটা থই পাবেন না এই মার্কেটে। মোদ্দা কথা চূড়ান্ত বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার কথা আপাতত। তার মধ্যেও স্টক স্পেশিফিক কিছু খেলা নির্ঘাত চলবে। রেজাল্ট মরসুম চলার সময় যেসব সংস্থা ভালো ফলাফল করবে তাদের শেয়ারে দারুণ অগ্রগতি বা উত্থান দেখা যেত। এবারের এই খারাপ বাজারে তা কতটা হবে তা নিয়েও চিন্তা আছে। খানিকটা ব্যতিক্রম রয়ে গিয়েছে ইনডাসইন্ড ব্যাঙ্ক। হতে পারে ইতিমধ্যে এই ব্যাঙ্ক অনেকটা বেড়ে থাকায় বা শেয়ার প্রতি তার আয় বা ইপিএস বেশি থাকার দরুণ এটি এখন থমকে রয়েছে যথেষ্ট ভালো ফল করার পরেও। আবার কিছু শেয়ারে উলটো চিত্রও চোখে পড়েছে। বাস্তবে অবশ্য তা খাটি চিত্রই। কারণ যেসব সংস্থার ফল খারাপ হয়েছে বাজার তাকে চরম শাস্তি দিতেও দ্বিধা করেনি। যার রেখচিত্র লক্ষিত হয়েছে শেয়ারের দামে।এই নিচের জায়গায় অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শেয়ারটি কেনার ব্যাপারে। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন এখনকার বাজার যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে বটম ফিশিং করা একদম উচিত নয়। যাতে বাজারে অনেকটাই সমস্যা তৈরি হতে পারে। কারণ বাজার এখন বাড়লেও পরে যদি নিচের দিকে চলে আসবে না তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন না। আসলে প্রথমেই যেটা উল্লেখ করা হল তাতে এই কথাটি সারমর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অনিশ্চিত বাজারে তাই শেয়ার কেনাবেচা করতে হবে অনেক ভেবেচিন্তে, দেখেশুনে। তবেই গিয়ে মুনাফার ফসল তোলা সম্ভব হবে। না হলে ভাগ্যে জুটবে লবডঙ্কা। যার জেরে বেসামাল হয়ে যেতে পারে আমার–আপনার বা শেয়ার গ্রহীতার পোর্টফোলিও। এই দিকটা ভেবেচিন্তে তবেই সন্তপর্ণে পা ফেলতে হবে হালফিলের বাজারে। নচেৎ

অর্থনীতি

চোরাবালিতে তলিয়ে গিয়ে অতল সমাধি হতে সময় লাগবে না। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপ এবং এশিয়ার পুঁজিপতি দেশের নড়াচড়ার ওপরেও ভারতীয় আর্থিক বাজার কিছুসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও। শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ–হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার।

ভারতের যেসব বিষয় সরাসরি বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে প্রথমেই নজরে আসবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব। উল্লেখ সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ, যাকে ইউপিএ–২ বলেই চিনে থাকেন ভারতবাসী। কেন্দ্রে যে স্থায়ীভাবে কোনও সরকার আসতে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল ভোট গণনার এক–দুদিন আগে থেকেই। নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়ই উর্দ্ধমুখ ধারণ করেছিল। তাও গণনার ঠিক প্রাক মুহূর্তে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ৩৬০০–র কাছাকাছি। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এখান থেকে বাজার পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার বিশাল একটা উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাবে। সেই অবাস্তব ঘটনাই স্বপ্নের মতো বাজারে উত্তোলিত হয়। শনিবার গণনা শেষে দেখা যায় যাবতীয় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফের মনমোহন সিং গঠন করতে চলেছেন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। মনমোহন সিংয়ের এই ফিরে আসার নেপথ্যে বাজার রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে রেকর্ড তৈরি করে সেদিন নিফটি এবং সেনসেক্স চলে যায় বিশাল এক উচ্চতায়। ভারতীয় বাজারে প্রথমবারের জন্য ডবল বাইং ফ্রিজ শব্দের উৎপত্তিও ঘটে একসঙ্গে। যে নিফটি আগের দিন ছিল ৩৬০০–র ঘরে তা চলে যায় ৪৭০০–র ঘরে। বলাইবাহুল্য এই প্রবল ইতিবাচক ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ খবরের জেরে একইসঙ্গে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন্দা বা রিশেসনের খরা থেকেও মুক্তি পায়। উল্লেখ্য এর আগে পতনের ক্রমাগত ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি চলে গিয়েছিল ২২০০ এবং সেনসেক্স আট হাজারের কাছে পিঠে। সেদিক থেকেও বলা চলে ভারতীয় বাজার রাহুমুক্ত হয় ওই বিশেষ ট্রেডিং–এর দিনে। কোনও বিদেশি খবরের জেরে নয় নিখাদ ভারতীয় ঘটনাবলী এভাবে বাজারকে চাঙ্গা করেছে এই উদাহরণ হয়তো খুব বেশি মিলবে না।

ভারতীয় বাজারের ওই ঐতিহাসিক দিনটির কাছাকাছি যদি রাখা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত বছরের মে মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ–র নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করা। জোটবদ্ধভাবে ভোটে লড়াই করলেও মোদির ক্যারিশ্মায় বিজেপি একাই গরিষ্ঠতা পায় এই নির্বাচনে। ইউপিএ–২ সরকার গঠনের মতো একদিনে ব্যাপক বৃদ্ধি এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং মোদির নেতৃত্বে বিজেপি যে কেন্দ্রে ভালোভাবে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে এই সমীক্ষার এবং সংবাদের পরিণামে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স বেশ কিছুদিন থেকেই এক বড় আকারে উত্থানের সোপান গড়ে তুলেছিল। যা ত্বরান্বিত হয় মোদি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। যেহেতু আগেই বাজার আন্দাজ করেছিল এরকম কিছু ঘটতে পারে তাই মার্কেট র‍্যালি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিস্তর আগেই। তাও মোদি যখন প্রত্যাশাকে ছাড়িয়েও অসাধারণ এক ফল গড়ে নজির রচলেন তখন বলা যেতে পারে বাঁধ ভেঙে গেল। যার রেশ এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে এই মারাত্মক পতনের পরে সেই কথাটা তো জোর দিয়ে বলা চলে। বরং বাজারে একটু উত্থান আসার পরেও অনেকেই সিঁটিয়ে রয়েছেন যে আবার না কোনও অস্থিরতা বাজারকে গ্রাস করে। গত বছরেও অস্থিরতার জেরে নিফটি ৯ হাজারের ঘর থেকে হাজার পয়েন্ট খুয়েছিল। ২০১৬–র জানুয়ারিতেই ছশো পয়েন্টের বেশি এখন পর্যন্ত হারিয়েছে নিফটি। ফলে ভয়ে থরহরি কম্প হচ্ছেন ট্রেডাররা। গত বছর মার্চ মাসে নিফটি চলে এসেছিল ৮২০০–র কাছেপিঠে। নিফটির অবস্থান দাঁড়িয়েছিল ৮২৭০–এর মতো। এবার বাজার সেই নিম্নরেখাকে পার করে আরও একটু ডুব সাঁতার মেরে এসেছে।এক নাগাড়ে চলছে কারেকশন। কত শতাংশ কারেকশনে গিয়ে বাজার ঠেকবে সেটাই এখন দেখার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ জানুয়ারি – ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬

মেষ : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে সাফল্যের জন্য আপনি প্রশংসা পাবেন। শিক্ষায় ভাল ফল পেলেও মনের মতন হবে না। অন্যের উন্নতির পথে সময়টি শুভদায়ক। পিতার পক্ষে ভাল সময়।

মিথুন : বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পায়ে রক্তপাতের যোগ রয়েছে। সাবধান চলতে হবে।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। মনের মত মানুষের সন্ধান পাবেন। অধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। ব্যবসা–বারিজ্যে উন্নতির যোগ বিদ্যমান।

সিংহ : যে কোন কাজ ঠাণ্ডা মাথায় করার চেষ্টা করুন। মাথা গরম করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটবে। দাঁতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পেলেও সঞ্চয় হবে না। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য না থাকলে ক্ষতি হয়ে যাবে।

কন্যা : দায়িত্বমূলক কাজে বাধা আসবে। দ্বৈত মনোভাবের জন্য উন্নতিতে সফলতা পেতে বিলম্ব ঘটবে। গৃহভূমি ও জমি জমা সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্য যেমন চলছে চলুক, নূতন ব্যবসায় নামবেন না। আয় ভালই হবে। শিক্ষায় শুভ হবে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধি ও উন্নতির যোগ রয়েছে। নূতন বন্ধুলাভ এবং ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন। চঞ্চলতা ভাব কমাতে হবে। নচেৎ ক্ষতি হয়ে যাবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। তীর্থভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : লেখ্যপরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য লাভ করবেন। সেবামূলক কাজগুলি বা দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি সফলতা পাবেন এবং অন্য আপনার কাজে আকৃষ্ট হবে। মনের মধ্যে বিবিধ সংশয় বাসা বাঁধবে কিন্তু এগুলিকে উপেক্ষা করা দরকার।

ধনু : আহার বিহারে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। নিজের চেষ্টায় ভাগ্যের উন্নতি সমর্থ হলে অনেক বাধা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। বিশ্বাস করে বিশেষ করে বন্ধুদের সঙ্গে মনের কথা বলবেন না। ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

মকর : পূর্বের পরিকল্পনাগুলি এখন কাজে লাগাতে পারবেন। ব্যবসায় ভাল ফল পাবেন কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আছে। যাঁরা জমি–জমার কাজ করেন তাঁরো ভাল ফল পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দ পাবেন। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন। সাফল্য পাবেন। মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটবে। আপনাকে খুব সংযত হয়ে চলতে হবে। কর্মস্থলে খুব সতর্কে চলতে হবে। শত্রুরা মিত্রস্বরূপ ব্যবহার করবে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। ব্যবসায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

মীন : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। সাহিত্যিক বা শিল্পীদের পক্ষে সময়টি ভাল। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করতে পারবেন।

ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসে শতাধিক

ক্লার্ক, স্টেনোগ্রাফার, টেকনিশিয়ান, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

১১৮ জন স্টেনোগ্রাফার, ক্লার্ক, টেকনিশিয়ান ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ল্যাব) নেবে ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস। সংস্থার দিল্লির সদর দপ্তর ও অন্যান্য অফিসে নিয়োগ হবে।

জুনিয়র স্টেনোগ্রাফার : শূন্যপদ ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্র্যাজুয়েট : কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটারের ১ বছরের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে ডিক্টেশন দেওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে। শর্টহ্যান্ড নেওয়া ডিক্টেশন ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে এবং হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে টাইপ করতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা।

স্টেনোগ্রাফার : শূন্যপদ ১১টি (তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৫, দৃষ্টিসংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্র্যাজুয়েট। মিনিটে ১০০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার গতি থাকতে হবে। সেই লেখা ইংরেজিতে ৪০ মিনিটে কিংবা হিন্দিতে ৫৫ মিনিটে টাইপ করতে হবে। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

আপার ডিভিশন ক্লার্ক : শূন্যপদ ২৫টি (তফশিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ১৩, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা।

সিনিয়র টেকনিশিয়ান : শূন্যপদ ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। টেকনিশিয়ান নিয়োগ হবে বিভিন্ন ট্রেড থেকে। ট্রেড অনুসারে শূন্যপদ : মেকানিক্যাল : ৭টি (ফিটার ১, ওয়েল্ডার ২, প্লাম্বার ১, কার্পেন্টার ২, এয়ার কন্ডিশনিং ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল ; ৮টি (ইলেক্ট্রিশিয়ান ৭, ওয়্যারম্যান ১)। সিভিল : ২টি (ম্যাসন)। শিক্ষাভত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাস। ওয়েল্ডার ট্রেডের প্রার্থীরা ওয়েল্ডার্স কোয়ালিফাইং টেস্ট (আই এস–৭৩১৮ অনুসারে) পাশ করে থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আইটিআই পাশ করার পরে সবকটি ট্রেডের প্রার্থীদের ক্ষেত্রেই ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে : ২,৪০০ টাকা।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ল্যাব : শূন্যপদ ৪২টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১০)। নিয়োগ হবে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে। নিয়োগ হবে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে। ডিসিপ্লিন অনুসারে শূন্যপদ মেকানিক্যাল ৭টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ১৫টি, কেমিক্যাল ১২টি, সিভিল ২টি মাইক্রোবায়োলজি ৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাইক্রোবায়োলজি ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হিসেবে মাইক্রোবায়োলজিসহ বিএসসি ডিগ্রি। অন্যান্য ডিসিপ্লিনগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা। ডিগ্রি বা ডিপ্লোমায় মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

বয়স : স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৩১.১.১৯৮৬ থেকে ১.২.১৯৯৮–এর মধ্যে। অন্যান্য পদগুলির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ৩১–১–১৯৮৯ থেকে ১–২–১৯৯৮–এর মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। দক্ষ খেলোয়াড়রা বয়সে ৫ (তফসিলিরা হলে ১০, ওবিসি হলে ৮) বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন ও আইনত স্বামীবিচ্ছিন্ন মহিলারা ৩৫ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৩৮) বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষা এবং আপার ডিভিশন ক্লার্ক ছাড়া অন্য সব পদের ক্ষেত্রে স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। ক্লার্ক ও স্টেনোগ্রাফারের তিনটি পদের ক্ষেত্রেই ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। ২০০টি স্নাতক মানের অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : ইংরেজি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপ্টিটিউড। সময় ২ ঘন্টা। টেকনিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন হবে। এর মধ্যে আইটিআই সিলেবাসভিত্তিক ১০০টি এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট বিষয়ক ৫০টি প্রশ্ন হবে। সময় দেড়ঘন্টা।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ল্যাব) পদের ক্ষেত্রে ২০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে রিজনিং, ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড এবং সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিন বিষয়ে। সময় ২ ঘন্টা।১

সবক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে।

লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে স্টেনোগ্রাফারদের ক্ষেত্রে স্টেনোগ্রাফি টেস্ট এবং সিনিয়র টেকনিশিয়ান ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ট্রেড টেস্ট হবে। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদেরক্ষেত্রে সেইসঙ্গে থাকবে ইন্টারভিউ।

পশ্চিমবঙ্গে অনলাইন পরীক্ষার কেন্দ্র। কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, কল্যাণী, দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোল ও শিলিগুড়ি। পরীক্ষা আয়োজিত হবে ২১ ফেব্রুয়ারি। কললেটারের জন্য সংস্থার

কাজের খবর

নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট এবং নিজের ই–মেল অ্যাড্রেস নিয়মিত চেক করবেন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে।

এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : 2/2015/Estt.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bis.org.in ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের ফি লাগবে না। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ক্যাশ কার্ড অথবা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইনেই ফি দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্ট পাওয়া যাবে। এটির প্রিন্ট আউট সংগ্রহে রাখবেন।

অনলাইন দরখাস্তে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও সই আপলোড করতে হবে। সুতরাং ফটো ও সই অনলাইন দরখাস্ত করতে বসার আগেই স্ক্যান করার পরে কম্পিউটারে সেভ করবেন। ফি জমা দেওয়ার পরে অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের সংগ্রহে রাখবেন।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় ক্রেডিট অফিসার

৫৮ জন ক্রেডিট অফিসার (স্পেশালিস্ট) নেবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–টুয়ে। মোট শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ৯টি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের প্রার্থীদের জন্য ৪টি, ওবিসিদের জন্য ১৬টি সংরক্ষিত হবে। এর মধ্যে শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়ার (আই সি এ আই) ফাইনাল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। কম্পিউটারে জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। –**বয়স :** ৩০–৯–২০১৫ তারিখে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। –**বেতনক্রম :** ৩১,৭৫০–৪৫,৯৫০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে। তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্তাও করতে পারে। অনলাইন টেস্টের সম্ভাব্য তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষায় থাকবে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন (৩০ নম্বর), কম্পিউটার নলেজ (২০ নম্বর) এবং ব্যাঙ্কিং, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর)। অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হয়। সময়সীমা এক ঘন্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.centralbankofindia.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির বলপেনে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্তের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এর পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৫৫০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে দরকার হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**– দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শোকজ চার টিএমসি কর্মীকে

বাপিলাল দে, হাওড়া, বালি: অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেচ মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত শোকজ করলেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পরিমল চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অজয় নন্দী, দেবু দে, হিরন্ময় সরকার নামে চার কর্মীকে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে জাতীয় ফুটবলার সত্যব্রত ভৌমিকের হেনস্থার বিষয়টি জেনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই যে সেচমন্ত্রীর এই তড়িঘড়ি ''করা' সিদ্ধান্ত তা একথায় পরিষ্কার। সোমবার দুপুরে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী সত্যব্রতর বিধান নগর অফিসে পৌঁছে যান রাজীববাবু আর সেখান থেকেই রাজীববাবুর গাড়িতে বসিয়ে সত্যব্রতকে নিয়ে সোজা চলে আসেন বালি নিশ্চিন্দার বাড়িতে। সেখানে তখন অপেক্ষা করছিলেন তৃণমূলের হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ দে। সেখানেই গাড়ি থেকে নেমে বিকাশবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপচারিতায় জেনে নেন বিষয়টি নিয়ে কি হয়েছিল। আর তার পরেই টিএমসি–এর চার সদস্য কর্মীকে ডেকে কারণ জানার ঢঙে কার্যত কৈফিয়ৎ তলব করেন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে। রাজীববাবু চার টিএমসি সদস্যর কাছেই জানতে চান কেন তারা দলের নিয়ম নীতি না মেনে একা একাই সব সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন। সব কি আপনাদের নিয়মেই চলবে?

দলের কি কোনও নিয়ম নেই? আপনারা একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ দলের কর্মী হয়ে কি করে সেই দলেরই অপর আর এক কর্মী সমর্থকের বাড়িতে গিয়ে আলাপ আলোচনা না করে তাকে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে এসে তার উপর হেনস্থায় উদ্যোগী হলেন? কেন আপনারা আমাদের জানালেন না? রাস্তা তো আমি করব। (সরকার) এই বিষয়ে আপনারা কেন নিয়মনীতি ভাঙলেন? আপনাদের শোকজ করা হল বলে রাজীব। উল্লেখ্য গত সোমবার দেশের জাতীয় ফুটবলার সত্যব্রত ভৌমিকের বাড়ির সামনে একটি রাস্তা দিয়ে হাঁটবার জন্যে রাস্তার পাঁচিল ভেঙে সেই ভাঙা জায়গায় দরজা লাগাতে যান পাশের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মজুমদার। তিনি আবার তৈরি রাস্তার টানা না দেওয়াতেই কার্যত দরজা লাগানর প্রতিবাদ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটার বিরোধিতা করেন সত্যব্রত ভৌমিকের দাদা সুব্রত ভৌমিক। আর তাই নিয়েই দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি চলাকালীন উল্লেখ্য চার টিএমসি কর্মী কোনও কারণ না শুনে না দেখে সুব্রতবাবুকে হেনস্থা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সত্যব্রতর পরিবারও টিএমসি সমর্থক।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত ইয়া সরদারকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজদের নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত। গত রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার মাঝের পাড়া গ্রামের পুকুরের জল তোলাকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি ২টি পরিবারের বিবাদের জেরে উত্তেজিত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাকুপিতে খুন হয় ইকবাল গায়েন (২৮) এবং জখম হয় ২ জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মাঝের পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ইকবাল গায়েন এবং প্রতিবেশী ইয়া সরদার। এদিন একটি পুকুরের জল ছেচার জন্য জল তোলার মেসিন বসায়। সেই সময় পুকুরকে কেন্দ্র করে দু'টি পরিবারের মধ্যে বিবাদ বেঁধে যায়।

উত্তেজিত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইকবালকে বোঝাতে থাকে। তাকে বাঁচাতে গেলে আরও ২ জন জখম হয়। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জখমদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা ইকবাল গায়েনকে মৃত বলে ঘোষণা এবং বাকি ২জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানায় ৮ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিরা পলাতক। তাদের খোঁজা চলছে।

প্রাক রজত জয়ন্তীবর্ষে সঞ্চিতা মেলা

কুনাল মালিক : গত ১২ জানুয়ারী শুরু হল সঞ্চিতা শিশু–কিশোর উৎসব মেলা। সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালনায় দক্ষিণ শহরতলীর বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের মাঠে এই মেলা চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্যাপনের মাধ্যমে রোড রেসের মধ্য দিয়ে এই মেলার সূচনা হয়। সন্ধ্যায় বজবজের বিধায়ক অশোক দেব প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মেলাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বেবি শো, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্টল করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৭ জানুয়ারি মেলায় নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটি মঞ্চস্থ করবে যাত্রাপালা আমি যুধিষ্ঠির। সঞ্চিতা মেলা এবছর ২৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। মেলার মিডিয়া পার্টনার আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্র।

উন্নয়নে জেলার মধ্যে প্রথম ক্যানিং পশ্চিমকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মিঠাখালি ডঃ বি আর আম্বেদকর ভবন এলাকায় মাতলা–২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন আয়োজন হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সুশীল সরদার, যুব তৃণমূলের সভাপতি পরেশ রাম দাস, মাতলা–১ ও ২ প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস, উপ–প্রধান মঞ্জু নাথ দাস, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলিমনসুর মিস্ত্রি প্রমুখ। তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহ–সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য বলেন দীর্ঘ ৩৪ বছরের অপশাসনের পর জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সালে রাজ্যে এসেছিল পরিবর্তন। দেখতে দেখতে সাড়ে চার বছর পার হয়ে গেল। যারা বলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস ঠিকমতন সরকার চলাতে পারবে না, তাদেরই একটা বিরাট অংশ আজ স্বীকার করে নিচ্ছেন, রাজ্যে চলছে উন্নয়নের জোয়ার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ সারা দেশই জনপ্রিয়তা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তালিকায় প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছেন। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন উন্নয়নে জেলার মধ্যে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র প্রথম এবং রাজ্যের মধ্যে তৃতীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে, তা মানুষের কাছে গিয়ে আমাদের তুলে ধরতে হবে। বিগত বাম সরকারের আমলে সার্বিক উন্নয়নে ভেঙে পড়েছিল রাজ্য। তা সকলের কাছে অজানা নয়। রাজ্যে ৬৫ টি ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ২৭ শতাংশ মেয়েকে কন্যাশ্রী প্রকল্পে আনা হয়েছে। এমনকি কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবন জেলা ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে এই নতুন সুন্দরবন জেলার কাজকর্মও শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে ওই জেলা চালু হয়ে যাবে। ফলে সুন্দরবনবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক মান উন্নয়ন হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা যুব তৃণমূলের সভাপতি পরেশরাম দাস বলেন কয়েক বছরে উন্নয়নে ক্যানিং–১ ব্লকে ৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজে চিন দেশের উপরাষ্ট্রপতি কলকাতা সফরে এসেছিলেন। তিনি তখন জানিয়ে গিয়েছেন একটি চিনা আর কাজ। রাজ্যে ৪০ লক্ষ ছাত্র–ছাত্রীকে সরকার সাইকেল দেবে। কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প, যা মেয়েদের

মাতলা অঞ্চল প্রথম হয়েছে। ১৬টি আইসিডিএস সেন্টার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মাতলা–১ উপপ্রধান মঞ্জু নাথ দাস বলেন বেশ কিছুদিন আগে সমীক্ষা অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারতে সব থেকে সৎ রাজনীতিক। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে চলছে যুবকল্যাণ থেকে শিক্ষা, পূর্ত থেকে সমাজ ও নারী কল্যাণ, সব দিকেই শুধু কাজ অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে পড়াশুনা করতে উৎসাহ দেয়। তা সারা দেশে তথা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছে। এদিনের সম্মেলনে কয়েক হাজার কর্মী উপস্থিত হয়েছিল। যা ছিল চোখে পড়ার মতন।

আমি যুধিষ্ঠির যাত্রাপালা প্রশংসিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ জানুয়ারি নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি সঞ্চিতা মেলায় মঞ্চস্থ করল তাদের দ্বিতীয় নিবেদন যাত্রাপালা আমি যুধিষ্ঠির। উৎপল রায় রচিত প্রদীপ দাস অভিনীত ও নির্দেশিত যাত্রা সকলের প্রশংসা কুড়ায় নোদাখালি থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়ের অভিনয় সকলের ভালো লাগে।

বিবেকের ভূমিকায় দীপঙ্কর সামন্ত অনবদ্য। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় একজন ডাক্তার। তাঁর পরিবার প্রতিবেশি নিয়ে মুখোশধারী ভণ্ড সাধু চন্দ্রস্বামী ও ধর্মদাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেন ডাক্তার ইন্দ্রলাল বাবু। নায়িকার ভূমিকায় মানা গিরি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নোদাখালি থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বলেন, মানুষ ও পুলিশের মধ্যে জনসংযোগ বাড়াতেই এই প্রয়াস। যাত্রার মাধ্যমে যে শিক্ষামূলক চেতনা গড়ে তোলা হয় তার মূল্য অপরিসীম। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে হালফিলে এই সনাতন যাত্রার মঞ্চস্থ হওয়ার সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। যা উদ্বেগজনক।

ব্যবসায়ী সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত মঙ্গলবার দুপুরে বিভিন্ন দাবিতে কয়েক হাজার ব্যবসায়ী নিরাপত্তার দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দেয়। স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় ওসি সতীনাথ চট্টরাজের হাতে। এদিন ক্যানিং বাজারের কয়েক হাজার ব্যবসায়ী ক্যানিং–১ ব্লক পরিক্রমা করে ক্যানিং থানার সামনে একটি পথসভা করে। ক্যানিং বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক শশাঙ্ক শেখর সিনহা বলেন এক বছরে ৬ বার চুরি হয়েছে ক্যানিং বাজারে। লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে ব্যবসায়ীদের। এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারিনি। কিছুদিন আগে মাতলা–১ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহার দাদার কাপড়ে দোকানে নগদ ৭০ হাজার টাকা এবং প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। অথচ এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। তিনি আরও বলেন ক্যানিং বাজারে লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ বাড়ি ১০০ বছরের পুরানো। এই বাড়িতে ১৫টি দোকান আছে। এমনকি পাশে ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়। পরিকল্পিতভাবে এই দোকানগুলিতে এবং তৃণমূলের কার্যালয়ে ৫ বার আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এমনকি ক্যানিং বাজারে প্রকাশ্যে চলছে তোলাবাজি সাট্টা, জুয়া, অবৈধভাবে মদ বিক্রি। ব্যবসায়ীদের দাবি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে ব্যবসায়ীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

বালির জাতীয় ফুটবলারকে হেনস্থার পিছনে গোষ্ঠী কোন্দলই দায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালি নিশ্চিন্দা এলাকার বাসিন্দা এবং জাতীয় ফুটবলার সত্যব্রত ভৌমিকের পরিবারের সঙ্গে হেনস্থা যে এলাকার টিএমসি দলের গোষ্ঠী কোন্দলের বহির্প্রকাশ তা এলাকায় ঘুরেই সরকারি দলের বিরোধী শিবির–এর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এসইউসিআই নেতার কথাতেই প্রকাশ পেল বলা যেতে পারে। আজ বুধবার এলাকার তৃণমূল পার্টি অফিসের কাছেই একটি চায়ের দোকানে দেখা হলে এসইউসিআই নেতা বলেন, আমাদের এলাকার গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের একটা চাপা স্রোত বহুদিন ধরেই প্রবহমান। একটা হলো অরূপ রায়ের গ্রুপ এবং অপরটি হল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রুপ। এই জাতীয় ফুটবলার হলেন অরূপ রায়ের গোষ্ঠী, বাকি যে চারজনকে শোকজ করা হয়েছে তারা হলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী। তাহলে রাজীববাবু তার গোষ্ঠীর চারজনকে কেন ঝুটমুট শোকজ করার রাস্তায় হাঁটলেন? এই প্রশ্নের জবাবে এই নেতা বলেন এটা একপ্রকার লোক দেখান আইওয়াশ বলা যেতে পারে । আজ পার্টি অফিসের সামনে বেশ কয়েকজন পার্টি কর্মীর ইতিউতি কানাঘুষো চলছে যা দাঁড়িয়ে থেকে দেখা গেল। এখন দেখার জল কতদূর গড়ায় এবং পার্টির চার সদস্যের ভবিষ্যৎ কি দাড়ায়।

সাগরে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভাঙনেশ্বরী গঙ্গামেলা

অশোক কুমার মণ্ডল

চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত সাগর ব্লকে কয়লাপাড়া গ্রামে মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভাঙনেশ্বরী গঙ্গামেলা মহাসমারোহে পৌষ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়েছে। এই মেলাটি এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আনন্দঘন পরিবেশে ৮দিন ব্যাপী চলবে। গঙ্গা ও মনসা মায়ের পূজার্চনার পাশাপাশি সিনেমা শো প্রতি দিনের রাত্রিতে কলকাতা থেকে আগত পরিবেশিত যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলাটি এখানে ৮৬তম বৎসরে পদার্পণ করেছে। গঙ্গাসাগর মেলার পরেই এই দ্বীপ ভূমিটি সহ গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভাঙনেশ্বরী গঙ্গামেলা হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত লাভ করেছে। এ বছর মেলার বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। মেলা পরিচালনার জন্য ৩৭ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি কালীপদ জানা সহ সভাপতিদ্বয় মনোরঞ্জন দাস ও চন্দন কুমার গিরি, সম্পাদকমণ্ডলী প্রতাপ চন্দ্র মাইতি, তরুণ কুমার ঘোড়ুই, সুশান্ত মাইতি, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে সুরপতি জানা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন।

কয়লাপাড়া গ্রামের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও এককালের মেলা পরিচালন কমিটির প্রধান কর্মকর্তা ৮৬ বছরে পদার্পণকারী অশ্বিনী কুমার মন্ডল বলেন যে, সাগর ব্লকে গঙ্গাসাগর মেলার পরেই এই দ্বীপে জনবসতি শুরু হওয়ার পরেই মুড়িগঙ্গা গ্রামের পাশেই নদীর তীরে ঈশ্বরীপুর গ্রামে নদীর ভাঙন রদ করবার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মপুকুর পাড়েই ভাঙনের দেবী গঙ্গা দেবীর পূজার্চনা ও মেলা শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ওই পদ্ম পুকুরটি নদীর ভাঙনে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

তারপরেই প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে পূর্বমেদিনীপুর জেলার খেজুরি থানার হলুদবাড়ী গ্রাম থেকে আগত কয়লাপাড়া গ্রামের বড়বাবুর ঘেরীর জমিদার প্রজানুরঞ্জক রমেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম বর্তমানে শয়ালের ঘাটের বিশ্রামাগারের নিকট নদীর ভাঙন বন্ধ নিকট নদীর ভাঙন বন্ধ করাবর পরিপ্রেক্ষিতে একটি খড়ের মন্দির নির্মাণ করে ভাঙনের দেবী গঙ্গামায়ের পূজার্চনা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে বক্সী ঈশ্বর গুণাধর খাটুয়া একান্তভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি আরও বলেন যে, ওই সময়ে রাক্ষসী মুড়িগঙ্গা নদীর ভাঙনে প্রায় ৪ ওত বিঘা মতো জমি সমুদ্রের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে যায়।

এইরূপ ভয়াল ভয়ঙ্কর নদী ভাঙনকে বন্ধ করার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় তৎকালনী জনসাধারণ ''ভাঙনেশ্বরী গঙ্গামেলা' প্রচলন করেন। এদের মধ্যে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীনিবাস বেজ, হেমন্ত জানা, অশ্বিনী কুমার মণ্ডুল, ঈশ্বর কেনারাম পাটলা, ঈশ্বর বঙ্কিম পাটলা, ঈশ্বর দ্বারিকানাথ বেরা, ঈশ্বর নিবারণ প্রামাণিক, প্রাক্তন গ্রাম প্রধান ভগীরথ মাইতি, ঈশ্বর রঘুনাথ দাস, ঈশ্বর ভূতনাথ মাইতি, ঈশ্বর বেণীমাধব মাইতি, ঈশ্বর নটেন দাস, ঈশ্বর ভূষণ চন্দ্র বাড়ুই, ঈশ্বর সর্বেশ্বর ঘোড়ই, ঈশ্বর দেবেন্দ্রনাথ ঘোড়ই, ঈশ্বর দেবেন্দ্রনাথ ঘোড়ই, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও সংখ্যালঘু সেলের নেতা শেখ জিয়াদ, ঈশ্বর গুণাধর মণ্ডুল, গৌরাঙ্গ সুন্দর বেজ, শশাঙ্ক শেখর বেজ, ঈশ্বর অনিল সামন্ত, ঈশ্বর লাল মোহন মাইতি সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিগত দিনে মেলা পরিচালনার জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই মেলাটি কয়লাপাড়া গ্রামে ইতিপূর্বে ৫ বার স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রয়াত রঘুনাথ দাস ও প্রয়াত ভূতনাথ মাইতি কয়লাপাড়া গঙ্গামাতা ক্লাবকে ১৭ শতক এবং প্রায় ৬৬ শতক জমি দান করে গিয়েছেন।

মেলা পরিচালন কমিটির সভাপতি কালিপদ জানা ও সম্পাদক প্রতাপ চন্দ্র মাইতি বলেন যে, পবিত্র দায়িনী মা গঙ্গা দেবীর মাহাত্ম, সাংখ্যাচার্য ও দার্শনিক কপিল মুনির ভাবনা এবং চিন্তাধারা সাগর সঙ্গমে গঙ্গাদেবী আগমনের প্রধান কারিগর রাজপুত্র ভগীরথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও কয়লাপাড়া, উত্তর ও দক্ষিণ হারাধনপুর, মৃত্যুঞ্জয় নগর, সুমতিনগর, দেবী মথুরাপুর, গোবিন্দপুর, খাসরামকর, খান সাহেব আবাদ সহ সাগর ব্লকের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে স্থানীয় অধিবাসীগণ মেলা পরিচালনার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ, চাল, আনাজ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য উদার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বলেই তাঁরা উভয়েই জানান।

মহানগরে

মহেশতলায় সবুজসাথী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতোই মহেশতলার পুর অঞ্চলেও গত ১২ জানুয়ারী যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৪ তম জন্মদিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সবুজসাথী' প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের 'সাইকেল বিলি' কর্মসূচির সূচনা হল। মহেশতলার সার্ধশতবর্ষ উত্তীর্ণ 'সারেঙ্গাবাদ হাই স্কুলে' এদিন ২০১৬ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাইকেল বিলির সূচনা করলেন পুরপ্রধান দুলাল দাস। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, এই স্কুলের চার বৃহদায়তন ঘরে 'হারকিউলিস (ক্যাপটেন) কোম্পানির সাইকেলগুলি ফিটিংসের কাজ গত ২০ দিন যাবৎ চলছে। আগামী এক মাসের মধ্যে নবম ও একাদশ শ্রেণির সমস্ত শিক্ষার্থীরা সাইকেল পাবে। মহেশতলার সর্বমোট ৭,০০০ জন শিক্ষার্থী এমন সাইকেল পাবে। স্কুল থেকে দূরে বা কাছে বাড়ি এমন বিষয়টি সাইকেল পাওয়াতে কোনও বাধা হবে না বলে দুলালবাবু জানান। এদিন সারেঙ্গাবাদ হাইস্কুলের ৩৫০ জন ছাত্র এবং ৫৮ জন ছাত্রী, পাশের সারেঙ্গাবাদ যজ্ঞেস্বরী গার্লস স্কুলে ৪৩ জন ছাত্রী এবং স্থানীয় জগতলা সূর্যকুমারী গার্লস স্কুলের ৭৪ জন ছাত্রীকে এদিন সাইকেল বিলি করা হয়। প্রসঙ্গত, সারেঙ্গাবাদ হাই স্কুলের স্টোরে মোট ১২০০ টি সাইকেলের ফিটিংসের কাজ চলছে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমি গর্বিত এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান এ বিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়ার জন্য। অভিনব প্রকল্প।' এদিনের সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে ও উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে, মহেশতলা পুরসভার প্রায় সমস্ত পুরপ্রধান পরিষদ, পুর কার্যনির্বাহী আধিকারিক–সচিব, উক্ত তিনটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং মহেশতলা 'সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুল (এসআইএস) সুনীতি সামন্ত ও মহেশতলা ওয়েস্টের সাব–ইন্সপেক্টর অফ স্কুল (এসআইএস) ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

মোবাইল টাওয়ারকে সার্টিফিকেট প্রদান করল ট্রাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলির তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ পূর্ণ বয়সী বা শিশু – কারোরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না। তাছাড়া, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন নন–আয়োনাইজিং রেডিয়েশন প্রোটেকশন (আইসিএনআইআরপি) নির্ধারিত ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃত তড়িৎ–চুম্বকীয় বিকীরণের আন্তর্জাতিক মাত্রার মাত্র ১/১০ অংশ ভারতে তড়িৎ–চুম্বকীয় বিকীরণের উচ্চসীমা হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, বিকীরণের মাত্রা ছাড়ালে টাওয়ার ব্যবহারকারী প্রত্যেকটি টেলিকম সংস্থাকে টাওয়ার প্রতি দশ লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হয়। টেলিকম দপ্তর নভেম্বর, ২০১৩–তে জরিমানা সংক্রান্ত এই নির্দেশটি বলবৎ করে। শেষবার ভারতের টেলিকম রেগুলেটারি কর্তৃপক্ষ বা ট্রাই আয়োজিত এক আলোচনাসভায় কলকাতায় এ কথা জানানো হয়।

ট্রাই–এর প্রধান উপদেষ্টা সুরেশ কুমার গুপ্ত জানান, মোবাইল বিকিরণ থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি রোধ করতে ট্রাই ও টেলিকম দপ্তর কড়া হাতে মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরও জানান, দেশের একশো কোটি মোবাইল গ্রাহককে উন্নতমানের পরিষেবা প্রদান করতে টাওয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে, মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে।

সেইজন্য, সংস্থাগত সম্পদের একত্রীকরণ ও অধিগ্রহণ এবং স্পেকট্রাম ভাগাভাগির সুপারিশ করেছে ট্রাই। ট্রাই–এর অপর উপদেষ্টা শ্রী অগ্নিশ্বর সেন বলেন, যথেষ্ট সংখ্যক মোবাইল টাওয়ারের অভাবে মোবাইল পরিষেবার মান খারাপ হচ্ছে। তিনি আরও জানান, গুজরাট, কেরল, এলাহাবাদ, দিল্লি ও হিমাচল প্রদেশের আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে মোবাইল টাওয়ারের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক বলে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। টেলিকম দপ্তরের টার্ম (টেলিকম বলব, সম্পদ ও নিয়ন্ত্রণ) সেলের আধিকারিক সুপ্রিয় দত্ত এবং অতনু ঘোষও আলোচনায় অংশ নেন। তাঁরা জানান, টার্ম সেল প্রতি বছর ১০ শতাংশ টাওয়ারের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষা করে। পশ্চিমবঙ্গে কেবল শিলিগুড়ি প্রকাশনগরে বিকিরণ মাত্রার অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে এবং সেই টাওয়ারটির উচ্চতা বাড়িয়ে বিকিরণের মাত্রাকে স্বাভাবিক করা হয়।

আলোচনাসভায় রাজ্য সরকারের আধিকারিক, পৌর প্রতিনিধিরা, আবাসন কল্যাণ সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত সংস্থা, শিক্ষাবিদ ও টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরাও অংশগ্রহণ করে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

বিএসইউপি প্রকল্পে মহেশতলায় গৃহদান

বরুণ মণ্ডল

দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলা পুর অঞ্চলে গত ১২ জানুয়ারি যুগপুরুষ স্বামীজির ১৫৪ তম জন্মদিবসে পুর অঞ্চলের গরিব গৃহহীনদের গৃহদান প্রকল্পে নতুন গৃহের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আর্বান রিনিউয়াল মিশনের (জেএনএনইউআরএম) অন্তর্গত কর্মসূচির মূল ভাগ হল গৃহহীন পরিবারের গৃহদান প্রকল্প। এই মিশনের অধীন 'বেসিক সার্ভিসেস ফর দি আর্বান পুওর' (বিএসএসপি) নামক প্রকল্পে নির্দিষ্ট বস্তি এলাকায় গরিবদের গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন এই প্রকল্পের মূল অঙ্গ। ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে মহেশতলার ১৩৬টি স্বীকৃত 'বস্তির উন্নয়নে' এ পর্যন্ত ৪৬৪৫টি বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পরে উপভোক্তার হাতে বাড়ির 'শংসাপত্র' তুলে দেওয়া হল। বাকি ৬৫০ সংখ্যক বাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বর্তমানে প্রায় সমাপ্তির মুখে। বস্তি উন্নয়নে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে চলতি অর্থবর্ষে ৭১ কিলোমিটার পাইপ পাতার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আরও ৫০ কিলোমিটার পাইপ পাতার কাজ সম্পর্ণ হওয়ার পথে। বস্তি উন্নয়নে ঢালাই রাস্তা নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। নিকাশি নালা তৈরি হয়েছে ৮১ কিলোমিটার আরও ১৫ কিলোমিটার নিকাশি নালা নির্মাণের কাজ চলছে। ৮০০টি এলইজি স্ট্রিট লাইট লাগানো প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। সার্বিক পুর পরিকাঠামো উন্নয়নে আগামী দিনে একটি ছিমছাম শহরের কথা ভেবে জনসাধারণকে একটু ধৈর্যশীল হতে হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৩ জানুয়ারি – ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬

জাতপাতের সংরক্ষণ চিরতরে বন্ধ হোক

ভারতবর্ষের রাজনীতিকদের সাবালকত্ব কবে আসবে এই প্রশ্ন সাম্প্রতিক প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। একদা মণ্ডল কমিশন নিয়ে দেশ জুড়ে ঝড় উঠেছিল। ছাত্রসমাজের এক বৃহৎ অংশ জড়িয়ে পড়েছিল সংরক্ষণ রাজনীতি নিয়ে। অপ্রিয় হলেও সত্যি সেদিন বহু ছাত্র নিজেদের জীবন আগুনে শেষ করে দিয়েছিল স্রেফ রাষ্ট্রীয় সচেতনতার অভাবে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং–এর সরকার বড় নির্দয় হয়ে উঠেছিল সাধারণ ছাত্রদের ওই আন্দোলনের প্রতি।

এবার যদি বর্তমানে ফিরে আসা যায় তাহলে এক ভিন্ন চিত্র, ভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হায়দ্রাবাদের এক ছাত্রের আত্মহত্যা নিশ্চয় দুঃখ ও শোকের। কিন্তু এই অভিযোগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দলিত বিরোধী তকমা দিয়ে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। স্মৃতি ইরানি কিংবা মোদির কর্মপন্থা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে আজও ভোট রাজনীতির দাঁড়িপাল্লায় সেই সংরক্ষণকে চোখের মণির মতো রক্ষা করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে সংরক্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে আর স্বাভাবিক ভাবেই মেধার জায়গা নিয়েছে স্রেফ উঁচু আর নীচু জাতের রাজনীতি। জন্মসূত্রে তথাকথিত উচ্চ বা নীচ শ্রেণি বিন্যাস দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, ভারতের মতো মিশ্র সংস্কৃতির দেশে কতটা গ্রহণযোগ্য তা আর কবে ভাবা হবে। এখনও আমরা অতীতের সেই সংরক্ষণের অভিশাপ বয়ে বেড়াবো কিনা তা রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দেশের মধ্যে আরও একটি 'দেশ' তৈরির, 'সমাজ' তৈরির প্রয়াস দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও স্রেফ জাতপাতের রাজনীতি চালিয়ে যাবে? দেশে সংরক্ষণের একটিমাত্র মাপকাঠির থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে আর্থিকভাবে যাঁরা পিছিয়ে পড়ছে তাদের জন্য কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে ভারত সরকারের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

সাধারণ শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রী ও অন্য শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য যখন এক সেক্ষেত্রে সংরক্ষণ নিম্নমেধার ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তুলবে যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। সংরক্ষণ থাক কোনও সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর মাপকাঠিতে নয়, সংরক্ষণ থাকুক শুধুমাত্র আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য। সারা পৃথিবীই আজ গরিব বড়লোকে দ্বিধাবিভক্ত সেখানে ধর্ম বর্ণ খোঁজা মানব জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে বহু নিম্নমেধার চর্চা ভারতের সমাজকে ক্ষতি করে দিয়েছে। রাজনীতিকদের মধ্যে নতুন ভাবনা চিন্তা চেতনার উদয় হোক। জাতপাতের রাজনীতি, ভোটনীতি বিদায় নিক।

অমৃত কথা

প্রশ্ন–তাঁকে লাভ করবার জন্য কোনও ব্যাকুলতা হয় না?

উত্তর– ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা আসে না। কামিনী–কাঞ্চন ভোগ যেটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না।

তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নেই? কচ্ছপের মতো সংসারে

থাক, কচ্ছপ যেমন নিজে জলে চলে বেড়ায়, কিন্তু মন তার সেই আড়াতে–যেখানে ডিম রাখে, সেখানে পড়ে থাকে।

পরমহংসদেব বলতেন, 'বৃহস্পতির শেষে কোনও কাজ করতে নেই।

রাধাকৃষ্ণের ও গীতার আধুনিক রকমের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কথা শুনে পরমহংসদেব বলেছিলেন, 'ওর ভেতর আধ্যাত্মিক টাধ্যাত্মিক কিছুই নেই, যা আছে সব ঠিক ঠিক।'

বনে ঘুরতে ঘুরতে রাম পম্পাসরোবরে জল পান করবার জন্যে তীর ধনুক সরোবরের ধারে পুঁতে রেখে জলে নেমেছিলেন। উঠে এসে দ্যাখেন, ধনুকে একটা ব্যাঙ রক্তাক্ত অবস্থায় বিঁধে আছে। রাম দুঃখিত হয়ে তাকে বললেন,'তুমি শব্দ করলে না কনে? শব্দ করলে আমরা জানতে পারতাম, তাহলে আর তোমার এদশা হতো না।' ব্যাঙটা বললে, 'রাম! যখন বিপদে পড়ি তখন রাম রক্ষা করবলে ডাকি, এখন রামই যখন মারছেন, তখন আর কাকে ডাকব?'

পরমহংসদেব একদিন তাঁর এক বালক শিষ্যকে বললেন, 'তোমার শরীরে যেরকম লক্ষণ দেখছি, তাতে প্রচুর ধনলাভের সম্ভাবনা, তোমার কাছে ধন থাকলে ভালো হয়, ধনের সদ্ব্যবহার হয়, কি বল ধনী হবে?' বালক শুনে আকুল, চরণ ধরে মিনতি করতে লাগল, 'ভগবান আমায় রক্ষা কর।'

পানিহাটির চিঁড়ামহোৎসবে এক ভক্ত গোস্বামীর সঙ্গে আলাপ করে পরমহংসদেব বলেছিলেন, 'তুমি ভোগও কর–যোগও কর।'

যোগী দুরকম। ভক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

একজন ভাগবতের কথককে বলেছিলেন, 'তুমি এখনও আমড়ার অম্বল খাওগো।' (অর্থাৎ কাম–কাঞ্চনে মত্ত হওগো।)

ফেসবুক বার্তা

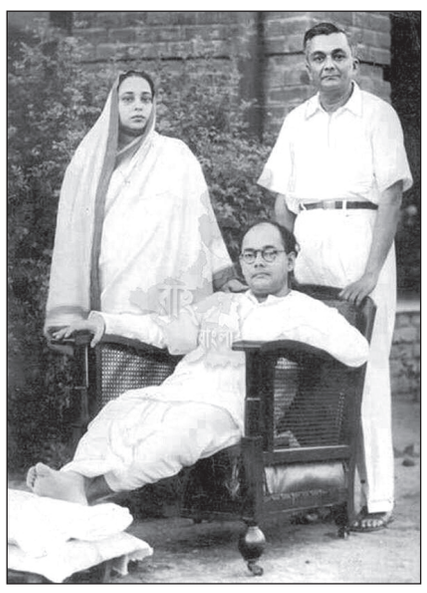

পিতা জানকীনাথ বসু এবং মাতা প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে একান্ত মুহূর্তে দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সাধক নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের এক বিরল ছবি। যা ধরা পড়েছে ফেসবুক কক্ষের চিত্রপটে। জন্মদিনের শুভক্ষণে এই ছবি যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জয়হিন্দ। বন্দে মাতরম।

বিশ্বায়নের দরবারে ভারতীয় অর্থনীতি

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনীতির ছাত্র নই। অর্থনীতির ভিত্তিতে সংস্কার নীতিকে আলোচনা না করে রাজনৈতিক অর্থনীতির ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। উনিশের ত্রিশের দশকে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গড়ে উঠেছিল, স্বাধীনতার পর ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ কৃষি অথবা শিল্প কোন পথে তা নিয়ে বিতর্ত দেখা দেয়। গান্ধিবাদী অর্থনীতিবিদ এম. বিশ্বেসরাইয়া ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি কৃষি এবং গ্রামীণ বিকাশের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের দারিদ্র্য, তীব্র বেকারত্বের সমাধানের স্বার্থে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেবার সুপারিশ করেন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় শিল্পপতিরা টাটা–বিড়লার নেতৃত্বে বোম্বাই পরিকল্পনার ধারা মিশ্র অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী শিল্প গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ–জওহরলাল নেহেরু মডেল দেশের পরিকাঠামো গত অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ–জওহরলাল নেহেরু মডেল দেশের পরিকাঠামো গত অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫২–৫৭) দ্বিতীয় পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৭–৬২) এবং ১৯৫৬ সালে Industrial Policy Resolution সংসদে গৃহীত হয়।

শিল্পক্ষেত্রে সরকারের মালিকানা–পরিচালনার মাধ্যমে জনকল্যাণকর অর্থনীতি এবং কর্মচারী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারী পরিচালনাধীন অর্থনীতির ক্ষেত্রে লাইসেন্স রাজ, আমদানি–রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও আমলাতান্ত্রিক সর্বাত্বকতাকে রক্ষা করা হয়। পরচর্চা–সমালোচনায় ব্রিটিশ রাজের পরিবর্তে কংগ্রেসী 'কেষ্ট–বিষ্টু রাজ' 'দুর্নীতি', ধান্দাবাজি অর্থনীতির শব্দ ব্যবহার করা হয়। সমালোচনা থাক। নেহেরু মডেল স্বাধীন ভারতের অর্থনীতিকে কি সত্যিই চাঙ্গা করতে পেরেছিল। ১৯৬১ সালে ভারতের বিদেশি ঋণ যেখানে ছিল ১০৭৩ কোটি টাকা, ১৯৬৫ সালে সেই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ২৩৪১ কোটি টাকা। ১৯৮০–র দশকে ১০–১৫ বিলিয়ন বিদেশি ঋণ বৃদ্ধি পায়। ৩০% পুঁজি ঋণ শোধ করতে চলে যায়। ১৯৮৩–৮৪ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে ১০ বিলিয়ন, ১৯৮৪–৮৫ সালে ৩২ বিলিয়ন, ১৯৮৫–৮৬ সালে ৩৬ বিলিয়ন ঘাটতি দেখা দেয়। দেশের একাধিক রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা উপযুক্ত প্রযুক্তি পরিকাঠামোর অভাব এবং অতিরিক্ত কর্মীর বোঝায় রুগ্ন হয়ে পড়ে। ১৯৯০–এর শুরুতে ভারতে শিল্প ক্ষেত্রে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি.ডি.পি) ৩.২% পৌঁছায়।

অর্থনীতির সংকট এমন তীব্র আকার নিয়েছিল, জিডিপি–র ৭৬% বিদেশি ঋণ হয়। রপ্তানি বাণিজ্য এতটাই কমে গিয়েছিল যে সোনা বন্ধক রেখে ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ১৯৯০ সাল পর্যত বিমা–ব্যাঙ্ক বাদ দিয়ে ২৫০টি সরকারী উদ্যোগাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ছিল। ৬০–৭০–এর দশকে অধিকাংশ সংস্থা সরকার চটকদারি অর্থনীতির স্বার্থে অধিগ্রহণ করেছিল। ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী সংখ্যা ছিল ১৮.৫ মিলিয়ন, বেসরকারী সংস্থার কর্মী ছিল ৭.৪ মিলিয়ন। রাষ্ট্রায়ত্ত কর্মীদের মাসমাইনা দিতে গিয়ে সিংহভাগ টাকা যেখানে চলে যায় সেখানে উন্নয়ন তো দূর অস্ত। বর্তমানে সরকারী কর্মীর সংখ্যা ৩ শতাংশ। নেহেরুবাদী অর্থনীতির সংকট থেকে মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের দাওয়াই বিকল্প উন্নয়ন Macro-economic adjustment গ্রহণ করতে হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার Structural Adjustment Programme Good Governance–এর সুপারিশ করে। বলা হয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য ছুঁয়ে পড়া নীতি বা Trickle down Policy নয়, Top-down Model বা সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে হবে। এই কারণে লাইসেন্স

রাজ ব্যবস্থার বিলোপ–আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা, কর ব্যবস্থার সংস্কার, বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণ সংস্কার নীতি গৃহীত হয়। রাজীব গান্ধির মৃত্যুর পর পি ভি নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ৫২০টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ২৩২টি আসন লাভ করেছিলেন। সাত মাস বাদে পাঞ্জাবে নির্বাচনে ১২টি লোকসভায় আসন কংগ্রেস দখল করে লোকসভায় আসন হয় ২৪৪। তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক দল আন্না দ্রাবিড় মুন্না কাজাগম ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সমর্থনে ২৭২এর ম্যাজিক ফিগারে লোকসভায় অর্থনৈতিক সংস্কার বিল পাশ করিয়ে নেয়।

পুঁজি কেবলম্

অর্থনৈতিক সংস্কারের মৌলিক লক্ষ্য হয় পুঁজির বিপ্লব। মুনাফা বৃদ্ধি। টাকা ব্যাঙ্কে রেখে সুদ প্রাপ্তি নয়। বাজারে খাটিয়ে টাকার আত্তিকরণ। শেয়ার বাজার অথবা ফাটকা যেভাবেই ভাবা হোক না কেন পুঁজির বিনিয়োগই মোট কথা। অতীতের অর্থনীতি থেকে সরে এসে উপযুক্ত সাবধানতা–মেধা ও বাস্তবতার দ্বারা পুঁজিকে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড–পেনশন প্রকল্পের টাকা বাজারে বিনিয়োগ হবে। পুঁজির বাজারের আধুনিকীকরণ হয়েছে। ব্যাঙ্ক–ডাকঘর–বীমার পাশাপাশি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে এসেছে। বিনিয়োগের আগে ভেবে দেখার জন্য সতর্কবাণী বিজ্ঞাপনের তলায় লিখে দিয়েছে। সর্বত্রই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ছড়াছড়ি। বাজার–ও তাই তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দেশীয় পণ্যের বাজার, বিদেশি পণ্যের বাজার–অর্থের বাজার। মধ্যবিত্ত সাবধানে পা ফেল। ধন–প্রাণ সব চলে যেতে পারে এই পুঁজি বিপ্লবে।

বাজারী পুঁজির গতিতে অর্থনৈতিক সংস্কার আটকে যায়নি। বাজারের গণ্ডী প্রসারিত হয়েছে। আজ থেকে ২০–২৫ বছর আগে স্বনির্ভর অর্থনীতির বিকাশের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বর্তমানে ম্যাক্রো বা সমষ্টিগত সংস্কার স্ব–নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। বাংলাদেশে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসের মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নেই, ভারতের গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

স্থানীয় মহিলারা পারিবারিক জীবনচর্চা, সন্তান প্রতিপালনের প্রতিপালনের পরেও নিজেরা রোজগার করছে পাঁপড়–জ্যাম–জেলি অথবা স্থানীয় গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিকাশে যুক্ত হয়। সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনায় ভারতের প্রান্তিক অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে স্ব–নির্ভর অর্থনীতির ওপর জোর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। বলা হয় পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্থানীয় বস্তুগত ও মানবিক সম্পদকে উন্নয়নের সাথে যুক্ত করা যাবে। ভারতে বর্তমানে ২.২ মিলিয়ন স্ব–নির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। ১০–১২ জন সদস্য নিয়ে এই গোষ্ঠীগুলি স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম–স্ব রোজগার যোজনার মাধ্যমে দেশের ৩৩ মিলিয়ন দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারী জনগণকে আর্থিকভাবে স্বশক্তিকরণ করতে প্রকল্প রূপায়নে স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর প্রাসঙ্গিকতাকে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্রেণী বিন্যস্ত অর্থনীতি

বিশ্ব অর্থনীতির উঠানে ভারতীয় অর্থনীতির শ্রেণী বিন্যাস ঘটেছে তিনটি পর্বে। (১) গ্রামীণ কৃষি এবং পল্লি অর্থনীতির (২) শিল্প–বাণিজ্য (৩) তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ বা উত্তর–শিল্প ব্যবস্থা। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জমি বিল আইনে পরিণত করতে সক্রিয় অথচ ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার ৬৮ বছরেও ভূমি সংস্কার দ্বারা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের জমির মালিকানা স্বীকৃতি পায় নি। দেশের ১৭% বিত্তবান কৃষক ৮০% জমির অধিকার বা মালিকানা ভোগ করে। কৃষি বাজার দখলের জন্য বহুজাতিক সংস্থার চুক্তি চাষের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। উৎপাদন–বন্টন সবকিছুই বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কৃষি বীজ–কীটনাশক থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সবকিছুই মনসান্টো–দ্যুঁপ–ওয়ালমার্টের মতন বিদেশি বহুজাতিক অথবা টাটা–আম্বানি–মিত্তল দেশীয় বহুজাতিকরা নিয়ন্ত্রণ করবে। ২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে Initiative on Agriculture, Education, Training, Research, Service and Commercial linkage সংক্ষেপে AKI চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে।

এই চুক্তির ফলে ভারতে জিন প্রযুক্তিগত বীজকে (GM) কৃষি ফসল উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে। জিএম ফসল ফলাতে বিপুল জলের প্রয়োজন এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হবে। ফলে আর্সেনিক আর ফ্লোরাইডের দূষণ বাড়ছে। ভূগর্ভে জলস্তর নেমে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ৮১টি ব্লক আর্সেনিক আর ৪৯টি ব্লক ফ্লেরাইড দূষণে আক্রান্ত। পরিবেশবিদদের মতে কেবলমাত্র পরিবেশ বিপর্যয় নয়, জমি বন্ধ্যায় পরিণত হবে। ভবিষ্যতে খাদ্য সংকট দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে। ৭০–র দশকে হরিয়ানায় সবুজ বিপ্লবের এক দশক পরে এক লক্ষ হেক্টর জমি রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে বন্ধ্যায় পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবের ভাতিন্ডা জেলাটি ক্যান্সার শহর নামে চিহ্নিত হয়েছে। ৯৫% ভাতিন্ডার স্থানীয় আধিবাসীরা ক্যান্সারে আক্রান্ত। জিনজাত ফসলের খাদ্যাভ্যাস তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জনগণকে ২০২৫–এ দূরারোগ্য ব্যাধি ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে না কে বলতে পারে? অথচ ভেবে দেখুন এই পশ্চিমবঙ্গে ষাটের দশকে সাড়ে চার হাজার প্রজাতির ধান চাষ হতো। তার ৯০% বাজার থেকে হারিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে ২৫০ ধরনের বেশি ধান বীজ রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের প্রতিপালকরা এই সম্ভার বীজ বর্জনের নিধান দিয়েছে।

ইউ এস এইডের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জন মেশর দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সত্য কথাটি বলে ফেলেছে। এটি একটি সার প্রকল্প। কৃষক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বহুজাতিক অথবা দেশীয় সার কোম্পানির কাছ থেকে সার কেনে চাষের জন্য। এই ঋণ শোধ করতে না পারলে আত্মহত্যাই বিকল্প পথ। আম আদমি পার্টির সভায় রাজস্থানের রাজপুত কৃষক অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্টের কারণে শুধু আত্মহত্যা করে না। ভারতের প্রতিটি প্রান্তে প্রতি ২০ মিনিট একজন কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ২০০৯ সালে সরকারী পরিসংখ্যান বলছে চুক্তি কৃষি নীতির কারণে ১৭,৩৬৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। গত ১৫ বছরে আড়াই লক্ষের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছে। সমাজবিজ্ঞানী কে নাগরাজন সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন, উদার বাণিজ্যকরণ চাষি ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে আশার মতো ফসল উৎপাদন না হওয়ায় অথবা ফসলের সঠিক দাম না পাওয়ায় মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক সহ দক্ষিণের রাজ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি বিদেশী পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগের ফলে আমাদের দেশে পল্লি অনুসারী অর্থনীতির কতটা লাভ/ক্ষতি হয়েছে তা সরকারী পরিসংখ্যান প্রমাণ করে। ২০০৯ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ভারত সরকারের চুক্তির ফলে ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ভারতের বাজারে 'Skimmed Milk' রপ্তানি করবে। ভারতের ক্ষুদ্র চাষির আয় ৬০%–০% নেমে যাবে। ১৪.৮ মিলিয়ন মানুষ দুগ্ধজাত উৎপাদন ও বিপননের সাথে যুক্ত রয়েছে। পারিবারিক বা গৃহস্থলী আয়ের ক্ষেত্রে ভারতে মোট জাতীয় আয়ের তৃতীয় ক্ষেত্র দুগ্ধ ও প্রাণী বিকাশ ক্ষেত্র। ৫০% ভূমিহীন কৃষক ছোট খামার (Farm) করে হাঁস মুরগী খাসি প্রভৃতি গবাদি পশু পালন কর্মে যুক্ত রয়েছে। ডিম পশুর মাংস বিক্রি করে সংসার চালায়। এই ব্যবস্থায় ইউরোপের বহুজাতিকরা যেভাবে ঢুকছে তার ফলে তাদের অন্ন–বস্ত্রের সঙ্কট দেখা দেবে। মিৎসুবিসি মোটর গাড়ির ব্যবসা থেকে গোমাংস এমনকি পশুখাদ্য বাজারে এনেছে। ৩৫–৩৭ মিলিয়ন জনগণ পথে বা বাজারে বিভিন্ন পসরা বিকিকিনি করে। বাজার ভেঙে মেট্রো, টেস্কো, স্পেনসার, বিগবাজারের 'এক ছাতার তলা হরেক পণ্যের খুচরো ব্যবসা স্থানীয় ব্যাপারীদের ক্ষতি করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্রে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে দেশের জনসংখ্যার ৬০% জনগণ যুক্ত রয়েছে। শিল্প হল দ্বিতীয় আয়ের সংস্থানগত ক্ষেত্র। জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্যোগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। নেহেরুর শিল্প সমৃদ্ধ ভারতের ভারী শিল্পব্যবস্থার দ্রুত বিকাশের দাবি রেখেছে। এই দাবির যৌক্তিকতা হল ১৯৯৪–৯৫ সালে শিল্পের উপপাদ (output) বিকাশ ৮.৪%। রপ্তানি বাণিজ্যে ১৯৯৫–৯৬ সালে বিদেশী মুদ্রার মুনাফার পরিমাণ ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৫ সালের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে মোট জাতীয় ৬% থেকে ১১% বৃদ্ধি পাবে বলে অর্থনীতিবিদদের অভিমত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের পর শিল্প বিকাশে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় রাষ্ট্র। ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে বয়ন শিল্প–খাদ্য–প্রক্রিয়াকরণ রাসায়নিক–সিমেন্ট–লৌহ ইস্পাত খনিজ এবং পেট্রোলিয়ামজাত শিল্পের উন্নতি হয়েছে। বয়ন শিল্পে ৩৫ মিলিয়ন কর্মী যুক্ত রয়েছে। বিদেশি মুদ্রার ২৭% এসেছে বয়ন শিল্প থেকে। গণিত শাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী ২৪.৯০ বিলিয়ন। রাসায়নিক এবং পেট্রোলিয়ামজাত শিল্পের ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কর্মার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৩ সালে ৩.৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। ২০১৮ সালে আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চিনের পর ভারত চতুর্থ রাষ্ট্র যার কৃষিজ রাসায়নিক সার উৎপাদনে ৪.৩ বিলিয়ন ডলার গত বছরে আয় হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩০ মিলিয়ন ব্যক্তি এই শিল্পের সাতে যুক্ত রয়েছে। ২০১৪–১৫ সালে ৮৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিশ্ব বাজারে ৪১% অংশীদার। টাকার অঙ্কে ২০১৪–১৫, ১৩,৫০০ বিলিয়ন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৩২.১৭ (২০১০–১১) কর্মী নিযুক্ত রয়েছে ১২ লক্ষ কোটি টাকা বিশ্বায়নের উত্তর সময় বিনিয়োগ হয়েছে।

মেধা বৃত্তি

কায়িক শ্রম নয় মেধা বৃত্তি তথ্যের দ্বারা জ্ঞানকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা করা হয়। সরস্বতীর সাথে লক্ষ্মীর গাঁটছড়া বাঁধা। বিশ্বায়ন কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে ভারতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। পেশাগত জ্ঞানের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে ৩.৫ মিলিয়ন কর্মী সফট্ওয়ার শিল্পে যুক্ত রয়েছে। ৯–এর দশক থেকে তথ্যপ্রযুক্তি (আই.টি.) শিক্ষার ঝোঁক ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে এতটাই বেড়েছে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে। যখনই দিতে পারছে না তখনই আন্দোলন ভাঙচুর হচ্ছে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব্ সফট্ওয়ার অ্যান্ড সার্ভিস কোম্পানি (NASSCOM) তাদের ২০১৫ রিপোর্টে গত ২৫ বছরে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বাণিজ্য করেছে বলে উল্লেখ করেছে। উদ্বেগের ঘটনা ভুলে গেলে চলবে না, গত বছর ১৫ হাজার তথ্য প্রযুক্তি কর্মী ছাঁটাই হয়েছে।

উপসংহার—বিশ্বায়ন, সংস্কারে ভারতীয় অর্থনীতি পুঁজির শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে, গণশক্তির সক্ষমতার দ্বারা নয়। ৩০% মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাস করে, ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা চিবোয়।

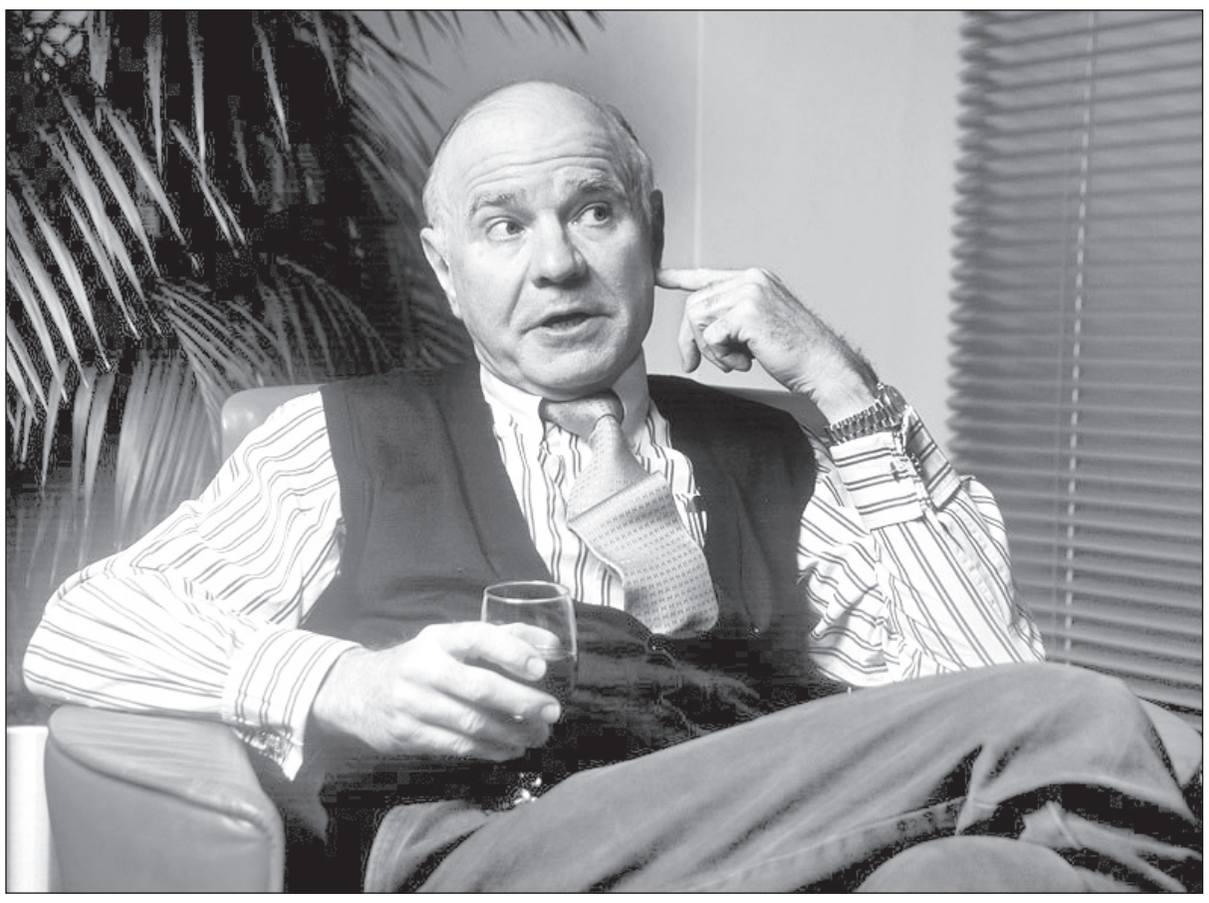

বাজারী পুঁজির গতিতে অর্থনৈতিক সংস্কার আটকে যায়নি। বাজারের গণ্ডী প্রসারিত হয়েছে। আজ থেকে ২০–২৫ বছর আগে স্বনির্ভর অর্থনীতির বিকাশের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বর্তমানে ম্যাক্রো বা সমষ্টিগত সংস্কার স্ব–নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। বাংলাদেশে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসের মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নেই, ভারতের গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শনিবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মোটরভ্যান যাত্রী নিয়ে বালি ভর্তি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় একজন মৎস্যজীবী এবং জখম ৫ জন মৎস্যজীবী। মৃত মৎস্যজীবীর নাম হান্নান গাজী (৩২)। জখম মৎস্যজীবী জিয়ারুল গাজী, শাহ আলম গাজী সহ আরও তিনজন। তারা ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার তালাদি ফিরিশতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং ট্যাংরাখালি এলাকার বাসিন্দা মৎস্যজীবী হান্নান গাজী জিয়ারুল গাজী, শাহ আলম গাজী সহ আরও বারোজন মৎস্যজীবী একটি মোটরভ্যান করে তালাদি স্টেশনে যাচ্ছিল। মৎস্যজীবীরা তালাদি মাছ ঘাট থেকে খুচরো মাছ পাইকারি দরে কিনে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে। মোটরভ্যান ১৫ জন মৎস্যজীবী যাত্রী নিয়ে তালাদি স্টেশনে যাওয়ার সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বালি ভর্তি লরিকে ধাক্কা মারলে মৎস্যজীবী হান্নান গাজী সহ বাকিরা ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে জখমদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা হান্নান গাজীকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বাকি জখম মৎস্যজীবীরা চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মোটর ভ্যানের চালক ও লরি পলাতক। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে মোটরভ্যান অটো যেভাবে দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে তাতে প্রায় সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে যাত্রীদের। পুলিশ প্রশাসনের উচিত এই বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া। মাতলা ব্রিজ চালু হওয়ার পর থেকে এই সমস্ত রোডে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কিছুই পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। সঠিক পদক্ষেপ নিলে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে যাবে। পুলিশ জানান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরভ্যান লরি সংঘর্ষ হলে ১ জনের মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজন জখম হয়। গাড়ির চাকলরা পলাতক। তাদের খোঁজ চলছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

বেলুড়ে বানভাসী যুবক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া বালি : গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরলেন বেলুড়ের মাঝিদের তৎপরতায় জীবন হাতে করে। বুধবার রাত্রে কাশিপুর এবং বেলুড়ের গঙ্গার মাঝিরা দেখেন দূর থেকে কি যেন একটা ভেসে আসছে। একটু কাছে আসতে সন্দেহ হয়। মাঝিরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভাসমান বস্তুর কাছে গিয়ে দেখেন এই জিনিস আর কিছুই নয় এক যুবকের ভাসমান দেহ। মাঝিরা তাড়াতাড়ি যুবকটিকে জল থেকে তুলে নৌকায় করে বেলুড়ের ঘাটে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে সটান হাওড়ার লিলুয়ার জয়সওয়াল হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। সেখানে ডাক্তারদের চিকিৎসায় একটু সুস্থ হওয়ার পরে তাকে জিজ্ঞেস করে নাম পরিচয় পাওয়া যায়। তার নাম সুরজিৎ চক্রবর্তী, বাড়ি বরানগরের যোগেন্দ্র বসাক রোডে। জল থেকে তোলার সময় যুবকের সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ থেকে একটি ল্যাপটপ, দামি মোবাইল, কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায় বলে খবরে প্রকাশ। তার কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে বাড়িতে খবর দিলে সুরজিৎ-এর মা দেবযানী চক্রবর্তী লিলুয়া জয়সওয়াল হাসপাতালে চলে আসেন। তার মা বলেন এর আগেও আরও দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সুরজিৎ। কথা প্রসঙ্গে দেবযানী দেবী বলেন সুরজিতের বাবা ৬ই জানুয়ারি ৫০০০ টাকা দিয়েছিলেন ছেলের হাতে জমা দেবার জন্যে, আর সেদিন থেকেই ছেলে বেপাত্তা। সুরজিৎ একটু মানসিক রোগের শিকার ছিলেন এবং তার চিকিৎসাও চলছিল বলে তার মা বলেন। বুধবার রাত্রে দক্ষিণেশ্বর ব্রিজ থেকে সুরজিৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কেন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। তার আবার এলাকাবাসীদের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে কাজ করে দেবার নাম করে টাকা নেবার একটা বাজে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হত বলে জানা যায়।

ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রে ৩৬টি মৌজায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (৩ পঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৬টি মৌজায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে উপকৃত হল কয়েক লক্ষ সাধারণ মানুষজন। ক্যানিং-১ ব্লকে মোট ৫৪টি মৌজা আছে। এর মধ্যে ৩৬টি মৌজায় প্রতিটি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। বাকি মৌজাগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য চলছে দ্রুত গতিতে কাজ। ইতিমধ্যে এই সমস্ত মৌজাগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২৩ হাজার বৈদ্যুতিক পোল বসানো হয়েছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে সমস্ত বৈদ্যুতিক পোলে বিদ্যুৎ তার লাগিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়ে যাবে বলে দাবি করেন ক্যানিং-১ বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলি মনসুর মিস্ত্রী। ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতি দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট। দীর্ঘ ৮ বছর হলো এই পঞ্চায়েত সমিতি ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই সমিতিতে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর উন্নয়নকে হাতিয়ার করে ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাস্ততা ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। বর্তমানে এই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশ রাম দাস। মাতলা-১ ও ২, দিঘীর পাড়, নিকাড়ীঘাটা, গোপালপুর, ইঁটখোলা, দাঁড়িয়া, হাটপুকুরিয়া, তালাদি, বাঁশড়া পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে। বাকি ৯টি পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের হাত থেকে ৬টি পঞ্চায়েত দখলে নিয়ে নেয় তৃণমূল। সিপিএম পরিচালিত ৬টি পঞ্চায়েত ব্যাপক হারে ভোট জয়ী হয় তৃণমূলের প্রার্থীরা। এদিকে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ক্যানিং পশ্চিম (৩পঃ) কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মণ্ডল ১৯,৮১৪ ভোটে জয়ী হয় সিপিএমের প্রার্থী জয়দেব পুরকাইতকে পরাজিত করে। এমনকি ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রে লিড দেয় ৩৯,৮৬২টি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে ৩ বছরে এই বিধানসভা কেন্দ্রটি সিপিএমের লাল দুর্গ হিসাবে পরিচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্যোগে এই বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সিপিএমের লাল দুর্গ ভেঙে, ঘাসফুলে পরিণত হয়েছে বর্তমানে। বর্তমানে ক্যানিং পশ্চিম (৩ পঃ) বিধানসভা কেন্দ্রটি সার্বিক উন্নয়নে জেলার মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পৌঁছে গিয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে শুরু করে পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, সেচ প্রমুখ। ইতিমধ্যে এই ব্লকের বিপিএল ভুক্ত ১৩ হাজার পরিবারকে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য ইএমআই মিটার দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ক্যানিং-১ বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলি মনসুর মিস্ত্রী বলেন ক্যানিং-১ ব্লকের ৫৪টি মৌজার মধ্যে ৩৬টি মৌজায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি ১৮টি মৌজায় বিদ্যুতের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। ইতিমধ্যে ১৩টি মৌজায় প্রায় ২৫ হাজার বিদ্যুতের পোল বসানো হয়েছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে এই সমস্ত পোলে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে এই ব্লকের উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় শুধু এই ব্লক নয়, সারা রাজ্য জুড়ে উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছিল সার্বিক উন্নয়নে এটা সকলের কাছে অজানা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে শুরু করে পানীয় জল শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রমুখ। বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলিমনসুর মিস্ত্রী আরও বলেন এই ব্লকে বিনামূল্যে ইএসআই মিটার দেওয়া হয়েছে ১৩ হাজার বিপিএল ভুক্ত গরিব পরিবারগুলিকে। এমনকি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। ফলে উপকৃত হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষজন। বর্তমানে এই ব্লকে প্রায় ৩ লক্ষ ভোটার। যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে এই ব্লকে, তাতে সাধারণ মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। আর মানুষের আশীর্বাদে এই জেলায় সব কটি আসনে জয়লাভ করবে তৃণমূলের প্রার্থীরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে। সাড়ে চার বছরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ক্যানিং পশ্চিম (৩ পঃ) কেন্দ্রে উন্নয়নে প্রায় ২০০কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রত্যন্ত গোপালপুর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি। এমনকি সেচের জন্য হাট পুকুরিয়া অঞ্চলে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে খনন হয়েছে নতুন ৫ কিমি খাল। ফলে হাজার হাজার কৃষক ও মৎস্যজীবী উপকৃত হচ্ছে। এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামে নির্মাণ হচ্ছে পাকা কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছি।

সেতু নির্মাণের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার সাতরাগাছি ব্রিজের কাজ অবশেষে রাজ্য সরকারের তৎপরতায় শুরু হতে চলেছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে এই সেতু সারাইয়ের কাজ দু পর্যায়ে করা হবে বলে নানা যায়। প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হবে চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি থেকে চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে পয়লা মার্চ থেকে চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। সেতু সারাইয়ের কাজ চলাকালীন প্রতিদিন জনগণের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সেতু পুরোপুরি বন্ধ না করে সেতুর অর্ধেক সাইড খুলে দেওয়া হবে যাত্রীবাহী বাস, অটো, ট্যাক্সির জন্যে। এবং ভারি যানবাহী যেমন পণ্যবাহী, গাড়ি, লরি, ট্রেকার চলবে প্রতিদিন রাত এগারটা থেকে পরের দিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। রাজ্যের পূর্ত সচিব ইন্দিরা পান্ডে নবান্নে এক বৈঠকে বলেন যে সমস্ত গাড়ি গুলি কলকাতার দিকে যেতে বা কলকাতার বাইরে যেতে চাইবে তারা যেন অবশ্যই আন্দুল রোড দিয়ে নিবেদিতা সেতু ব্যবহারের চিন্তা ভাবনা করে।

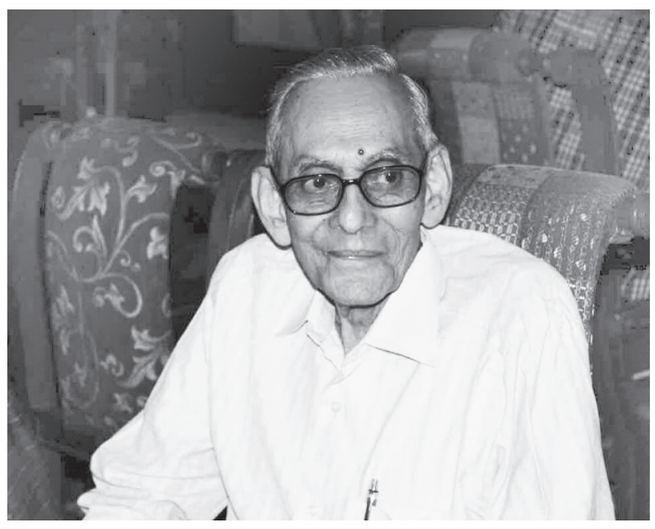

গত ২০ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন নেতাজির ভাইপো তথা প্রাক্তন সাংসদ সুব্রত বসু। বরাবরের লড়াকু মানসিকতার মানুষটি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে হার মানলেন। নেতাজির দাদা শরৎ বসুর কণিষ্ঠ সন্তান সুব্রত বসু। বস্তুত ২৩ জানুয়ারি নেতাজির মহান জন্মক্ষণের আগে সুব্রতবাবুর এই প্রয়াণ শোকস্তব্ধ করেছে সকল দেশবাসী তথা নেতাজি প্রেমিককে। সাংসদ থাকাকালীন তাঁর ব্যবহার মুগ্ধ করেছে তৎকালীন সহ সাংসদদেরও।

মহিলাদের স্বনির্ভরতায় উদ্যোগী কল্যাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন ছোটবেলাতেই। কিন্তু কোনওদিন গায়ে পড়া রাজনীতি পছন্দের নয়, এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের মহিলা তৃণমূল রাজ্য কমিটির সম্পাদক কল্যাণী হালদারের। জাতীয় কংগ্রেস দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূচনা কল্যাণীর। বাবা প্রয়াত লালগোপাল অধিকারীকে দেখে অনুপ্রাণিত হন। তবে ভাই পঙ্কজ অধিকারীর উদ্যোগে রাজনীতিতে প্রবেশ বলে জানালেন। জাতীয় কংগ্রেস দিয়ে রাজনীতির আরম্ভ হলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শের প্রতি বরাবরই আকৃষ্ট। একারণে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন। বাপের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মছলন্দপুরে। বর্তমানে বারাসত পুরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হৃদয়পুরের বৈশালীর স্থায়ী বাসিন্দা। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের প্রতি চিরদিন ঝোঁক। স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে মহিলা পরিচালিত রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির করেন। এলাকায় নেতৃত্ব দিয়ে মহিলা পরিচালিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করেন প্রতিবছর। ১৯৭৬ সালে কিশোরী বয়সে দাদুর হাত ধরে প্রথম বিধানসভায় গিয়েছিলেন। তৎকালীন স্পিকার অপূর্বলাল মজুমদারের সঙ্গেই পরিচয় হয়। প্রায় বছর সাতেক ধরে এই ওয়ার্ডের মহিলা সভাপতি পদে রয়েছেন কল্যাণী। মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক সহজাত স্বভাব রয়েছে তাঁর মধ্যে। সবসময়েই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনসংযোগের মধ্যে থাকেন। সক্রিয় রাজনীতিতে এসে সান্নিধ্য পেয়েছেন আনন্দ মোহন বিশ্বাস, প্রয়াত তৃণমূল সাংসদ ডা. রঞ্জিত পাঁজা, ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, নির্মল ঘোষ, কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন বিশ্বাস, রথীন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের। জনসংযোগবৃদ্ধির পাশাপাশিএলাকার বিভিন্ন মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন

বলে এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে জানান। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্যাণীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানীয় বেশ কিছু দুঃস্থ মহিলা ইতিমধ্যে স্বনির্ভর হয়েছেন। এই মহিলারাই তাঁর এই উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কল্যাণী মনে করেন, বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মহিলাদের স্বনির্ভরতা পরিবারের অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারে। আর এই উদ্যোগে তাঁকে মানুষের আরও কাছের করে তুলেছে।

বালিতে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি হাওড়া, বালি : বালি নিশ্চিন্দা থানার আনন্দনগরের এক যুবকের আত্মহত্যার পিছনে পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যে রটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় অহেতুক চাঞ্চল্য ছড়ায়। কে বা কারা এই মিথ্যে রটনা রটিয়েছে তা অবশ্য এখনও জানা যায় নি। আনন্দ নগরের বছর ৩৫এর অসীম দাস প্রতিদিনের মতো এই দিনেও রাতের খাবার খেয়ে ঘরে ছিটকিনি লাগিয়ে শুতে যান। পরের দিন অনেক বেলা হয়ে গেলেও ঘুম থেকে না ওঠায় ডাকাডাকি করেও কোন সারাশব্দ না পেয়ে অসীমের বৌদি-দাদা জানলায় আড়ি পেতে দেখেন অসীম সিলিং-এ দড়ি বেঁধে ঝুলছেন।

তার পাশে একটি চিরকুট লেখা পড়েছিল। তাতে লেখা ছিল আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ ঘটনার খরব পেয়ে বাড়িতে এসে মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠায়। এবং বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারে কেউ বা কারা এই অহেতুক ভীতির পরিবেশ তৈরি করেছেন। বালির লোকনাথ অটো স্ট্যান্ডের কাছে একটি বেসরকারি বি-এড কলেজে ভাঙচুর সহ আগুন লাগিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে এবং যারা জড়িত তাদের ধরপাকড় করে চলেছে, এই রটনা রটাতেই অসীম ভয় পেয়ে যান। আত্মহত্যার এই প্রবণতা বৃদ্ধি নিয়ে সম্প্রতি মনোবিজ্ঞানীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মানুষ যাবতীয় আশা হারিয়ে এই পথে যাচ্ছেন বলেই তাদের অভিমত।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক জোট বন্ধন

মলয় সুর, চুঁচুড়া : রাজনীতির রঙ ছড়িয়ে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে বিভিন্ন দলের কাউন্সিলাররা জোট বন্ধনে মেতে উঠল পূণ্য মকর সংক্রান্তির দিন। ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া গেট ময়দানে ভদ্রেশ্বর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিরোধী নির্দল কাউন্সিলার রাজকুমার সাউ এর নেতৃত্বে জুটমিলের গরিব দুঃস্থ শ্রমিক পরিবারকে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে ভদ্রেশ্বর পুরসভা তৃণমূলের দখলে থাকা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে রাজু সাউ ক্ষোভ উগরে দেন। বর্তমানে ভদ্রেশ্বর পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ১১টি ওয়ার্ড। অন্যদিকে বিরোধী মিলিঝুলি-১১ সিপিএম ৬, কংগ্রেস ২, বিজেপি ২ ও নির্দল ১।

কিন্তু বিক্ষুব্ধ কমিশনাররা ইতিমধ্যেই সিপিএমের সঙ্গে জোট বেঁধে অনাস্থা ভোটের চেষ্টা করেছেন। যদিও দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন সিপিএমের প্রাক্তন প্রবীন চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী, সিপিএমের নরেশচন্দ্র দাস ও মহম্মদ নাসিম, কংগ্রেসের চিত্রা চৌধুরী, বিজেপির বেবি দেওয়ারি এবং সবিতা বয়েরা। এঁরা ছাড়াও ছিলেন বিজয় সাউ, লাল বাবু সিং, গুড়া চৌধুরী, বাসুদেব চৌধুরী প্রমুখ। অনাস্থা নিয়ে পুরসভায় কানাঘুষো কথায় উত্তাল। শুধু উন্নয়নই নয়। বাকি সব কাজই উঠেছে শিকেয়। বিরোধীদের মতে সাধারণ মানুষ চায় ব্যবস্থার পরিবর্তন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনা করেন অরুণ সিং।

NOTICE INVITING QUOTATION (1)

Sealed Quotations are invited from bonafide Concerns/Suppliers/authorized dealers along with supporting documents (viz IT return, trade license, supply experience – if any) for the following items to be supplied at the office of the undersigned for procurement purpose.

SL. No.	Name of equipment	Quantity required
1	Beam scale with weighing stones capable of weighing up to 1 quintal	4 sets
2	Tray (4 Pcs)	4 sets
3	Pirkhi (4 Pcs)	4 sets
4	Sieve Set	4 sets

1. The last date of submission of the Quotation : 27.01.2016 up to 12 noon.
2. The Quotation will be opened on the same day i.e. on 27.01.2016 at 1.00 p.m. in the chamber of D.C(F&S), South 24 Parganas. The intending quotationers or their authorized representatives may remain present at the time of opening of the quotation.
3. Place of submission of Quotation : Office of the D.C(F&S), South 24 Parganas.
4. Selected concern should deliver all equipment at 04 (four) Centralised Procurement Centre's.

The undersigned reserves the right to cancel the Quotation without assigning any reason thereof and the lowest rate will be accepted.

Sd/-
District Controller (F&S)
South 24-Parganas, Alipore.

৬৭(২) / জেতসদ / দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২০.০১.১৬

NOTICE INVITING QUOTATION (2)

Sealed Quotations are invited from bonafide Concerns/Suppliers/authorized dealers along with supporting documents (viz IT return, trade license, supply experience – if any) for the following items to be supplied at the office of the undersigned for procurement purpose.

SL. No.	Name of equipment	Quantity required
1	Beam scale with weighing stones capable of weighing up to 1 quintal	3 sets
2	Tray (4 Pcs)	3 sets
3	Pirkhi (4 Pcs)	3 sets
4	Sieve Set	3 sets

1. The last date of submission of the Quotation : 27.01.2016 up to 12 noon.
2. The Quotation will be opened on the same day i.e. on 27.01.2016 at 1.00 p.m.
3. Place of submission of Quotation : Office of the D.C(F&S), South 24 Parganas.
4. Selected concern should deliver all equipment at 03 (three) Centralised Procurement Centre's.

The undersigned reserves the right to cancel the Quotation without assigning any reason thereof and the lowest rate will be accepted.

Sd/-
District Controller (F&S)
South 24-Parganas, Alipore.

৬৯(২) / জেতসদ / দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২০.০১.১৬

সব সত্য তথ্য প্রকাশিত হলে– রচিত হবে আরও এক মহাকাব্য

নির্মল গোস্বামী

আমাদের দুটি মহাকাব্য— রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই মহাকাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন। রাম ক্ষত্রিয় রাজা। ভাগ্য ফেরে তাঁকে বনবাসে যেতে হয়। এবং সেখানে অন্যায় ভাবে রাক্ষস রাজা রাবণ সীতাকে চুরি করে। সীতা উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ। যেখানে যত রাক্ষস ছিল সকলেই রাবণের পক্ষ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। রাম দেশে ফিরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। তার ফলশ্রুতিতেই প্রবাদ বাক্য হয়েছে ‘‘রামরাজ্য’’। আবার মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ যেখানে মূল লড়াই নিজ বংশের লোকেদের মধ্যে। নিজের মামা কংসকে মেরে যাদব সাম্রাজ্যকে ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীকৃষ্ণ। আর পান্ডবরা কৌরবদের মেরে ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

এই দুই মহাকাব্যে কত গাথা উপগাথা। কত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আছে। আছে জীবনের সার সত্যকে বুঝে নেবার পথ নির্দেশ। আছে ন্যায় অন্যায়ের ধারণা। আর দুই ক্ষত্রিয় রাম ও কৃষ্ণের কার্যকলাপ এটাই অস্বাভাবিক যে আমরা তাঁদের দেবতাঞ্জল্য মনে করি। তাঁরা সাধারণ মানুষ নন। ঈশ্বরের বরপুত্র।

আধুনিক কালে ঈশ্বরের বরপুত্র কি জানি না তবে ভারত মাতার বরপুত্র যিনি সারা বিশ্বের শেষ ক্ষত্রিয় বীর। মহাকাব্যিক উপাদানে ভরা তাঁর জীবনের ঘটনাবলি। কিছু প্রকাশিত কিছু অপ্রকাশিত। যতটুকু প্রকাশিত তাতে তাঁর মহানায়কোচিত কর্মকান্ডে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত। চমকিত।

দেবভূমি এই ভারতবর্ষকে যে জাতি জোর করে দখল করে রেখেছে এদেশের অর্থ সম্পদ লুঠ করছে। এদেশের মানুষের মতো জন্ম, জানোয়ারের মতো আচরণ করছে— সেই ব্রিটিশ হল অসুর তাই সেই অসুরকে বধ করে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। ভারতভূমিতে পুনরায় রামরাজ্য করে ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই জীবনের প্রত্যুষ থেকেই ভারত ও ভারতবাসীর মঙ্গলই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। ভারতের স্বাধীনতাই জীবনের বীজমন্ত্র। ‘‘ওঠো জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।’’ স্বামীজির এই বাণীকেই পাথেয় করে তিনি এলগিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দি অবস্থায় রহস্যজনকভাবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা। তার আগে দেশের দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করতে হয়েছে। জহর প্রেমে আজ গান্ধিজির প্রতি অভিমানে কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচিত পদ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মতান্তরে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তাই দেশের নেতাদের শৌর্য বীর্যের প্রতি তিনি সন্দিহান। তাই একক প্রচেষ্টায় অসুর নিধন করতে হবে। এই মনোভাবে অজ্ঞাত যাত্রা শুরু। মহাভারতের পান্ডবরা অজ্ঞাত বাস করছিল। সেখানে ভয় ছিল ধরা পড়লে আবার বারো বছর বনবাস করার। আর আমাদের মহানায়কের অজ্ঞাতবাস পর্বে ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। বন্ধুর পথ রুক্ষ কঙ্করময় চড়াই, চরণ শ্লথ হয়ে আসছে, তবুও চলার শেষ নেই। সঙ্গে আছেন খান আবদুল গফুর খান বা সীমান্ত গান্ধি। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পার করে দেবেন নিরাপদে। তারপর একাকী পথ চলা।

‘‘শত্রুর শত্রু আমার মিত্র’’ এই রণকৌশলের সত্যতায় উজ্জীবিত এক নায়ক বলেছেন বন্ধুর খোঁজে। তারপর একদিন বার্লিন রেডিও থেকে ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর ‘‘আমি সুভাষ বলছি’’। চমকে উঠল ভারতবাসী। শঙ্কিত হল ব্রিটিশ সরকার। বিস্মিত হল সারা বিশ্ব।

মহাকাব্যের রামচন্দ্রকে লঙ্কায় যাবার জন্য সাগরের উপর সেতু বাঁধতে হয়েছিল আর আমাদের নায়ক আধুনিক ডুবো জাহাজে করে ৫৬ দিন ধরে সমুদ্রের নীচে পাতা মাইন নামক মরণ ফাঁদকে এড়িয়ে সমুদ্র যাত্রার পর এলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাপানে।

এই যে ভারত থেকে জার্মান যাত্রা ছদ্মবেশে অন্য নামে পাসপোর্ট ভিসা জোগাড় করা তারপর বিশ্বত্রাস হিটলারকে বোঝানো এবং তাঁর সাহায্যে সাবমেরিনে করে আসা। এতো অকল্পনীয় ব্যাপার। সেই সময় সম্বলহীন এক ব্যক্তির পক্ষে গোপনে এতো কিছু করা দৈব নির্ধারিত ছাড়া সম্ভব নয়। এক পরাধীন দেশের নাগরিকের পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু তিনি তা সাধন করলেন কারণ তিনি মহাকাব্যের নায়ক।

কলকাতা থেকে যে মানুষটা চুপিচুপি গোপনে গৃহত্যাগ করল সেই মানুষটা রণসাজে সজ্জিত হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সদর্পে যুদ্ধ ঘোষণা করল। স্বাধীন সৈন্য বাহিনী, স্বাধীন সরকার গঠন করলেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত ইতিহাস কত আবেগ কত ত্যাগ কত কর্তব্যনিষ্ঠ আচরণ যা সবই আমাদের মুগ্ধ করে বিস্মিত করে। মহাকাব্যের ঘটনার থেকেও যেন বেশি রহস্যময়তায় মোড়া এই জীবন যুদ্ধের সত্যঘটনাগুলো।

আমরা ক্ষত্রিয়দের যে শৌর্য্য বীর্যের কথা মহাকাব্যে পড়েছি তা যেন বাস্তবে মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে তার চরিত্রে। আমাদের আধুনিক ক্ষত্রিয়রা কথায় মারিতং জগত। বক্তৃতা দিয়ে ভোটে জিতে তারা শাসক হয়। অবশ্য অনেক অনৈতিক কানাগলি পথ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু তিনি নিজে সৈন্যাধ্যক্ষ বেশে রণসাজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এ দৃশ্য একমাত্র বইয়ের পাতাতেই পাওয়া যায়। এই হল আসল ক্ষত্রিয় তেজ যার উপর নির্ভয়ে আশ্রয় করে সকল প্রজা। যার দাপটে সকল অশুভশক্তি গর্তে লুকিয়ে পড়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন ভারতবাসীরা সেই পরিশুদ্ধ তেজানলের এতোটুকু আতসও পেল না।

যুদ্ধের মাঝ পথে নেমে আসে বিপর্যয়। আজাদহিন্দ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক আবার নতুন পথের সন্ধানে পাড়ি দেন। এতোটুকু ক্লান্তি নয়, অবসাদ নয়, বিরাম নয় শুধু পথ চলা নতুন বন্ধুর খোঁজ আর সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। ভারতের স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না।

শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্য তিনি বিমান দুর্ঘটনার গল্প সাজালেন। আর স্বাধীন ভারতের সরকার সেই মিথ্যাকেই মূলধন করে তাঁর স্বদেশে ফেরার পথ বন্ধ করে দিতে হাজারো রকমের পন্থা অনুসরণ করল। তিনি একা একটা প্রতিষ্ঠান, একটা আদর্শ, একটা মিশন তাঁর সাথে লড়ার মানে অন্য সবদলের সম্মিলিত শক্তিও ন্যূনতম হয়ে যায়। তাই তিনি মৃত। তাঁর কাল্পনিক মৃত্যুকে বাস্তবায়িত করার জন্য ভারত সরকার তিনটি কমিশন বসায়। অবশ্য তিনটি রিপোর্টই বাতিল করে। ১৯৪৫ সালে ১৮ই আগস্ট তাঁর মৃত্যুকে বিশ্বাসযোগ্য করতে তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করা হয় ১৯৮৮ সালে ১৩ আগস্ট অর্থাৎ মৃত্যুর ৪৩ বছর পর।

স্বাধীন ভারতের ক্ষমতাভোগী লোভীরা তাঁর দেশে ফেরার সব পথ অবরুদ্ধ করে দেয়। মিত্র শক্তি তাঁকে হন্যে হয়ে খোঁজে। তাঁকে ওয়ার ক্রিমিনাল বলে ঘোষণা করে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তিনি চির বিদ্রোহী উন্নত শির। শত প্রচেষ্টাতেও তাঁর মাথা নত করতে পারেনি কোনও শক্তি। তিনি স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করেছেন। এক দেশ থেকে আর এক দেশে। প্রথমে মাঞ্চুরিয়া তারপর রাশিয়া, সেখান থেকে চিনের নেফা হয়ে ভারতের নৈমিষ্যারণ্যে সন্ন্যাসীর বেশে অবস্থান। তারপর কখন শৈলমারীর সারদা নন্দ কিংবা অযোধ্যার রাম ভবনে গুমনামী বাবা রূপে অবস্থান আবার সেখান থেকে সব ব্যবহার্য জিনিস পত্র রেখে অন্তর্ধান করা। (বিচারপতি মুখার্জি অফ দ্য রেকর্ড স্বীকার করেছেন যে গুমনামী বাবাই নেতাজি) তাঁর বইয়ে যে সব নোট লেখা আছে তা পরীক্ষা করে শ্রেষ্ঠ হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট বি লাল বলেন যে সুভাষচন্দ্রের হাতের লেখা। তবুও গোপনীয়তা, উদাসীনতা সরকারি স্তরে। তাঁর এই দ্বিতীয় স্তরের পথ পরিক্রমা আরও রোমহর্ষক। বরকানি বাবার কথায় তিনি সাধক বর্তমানে মুক্ত পুরুষ। রাজনীতির জগৎ থেকে অনেক উর্দ্ধে। তবু তাঁর বিভিন্ন ভূমিকার কথা শোনা যায়। যা আজও রহস্য মোড়া। দলাই লামার ভারতে পালিয়ে আসার পিছনে যাঁর ভূমিকার কথা তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন সেই জেনারেল ডেথ বা জেনারেল ওরাকেল কে? অনেকে বলেন তিনি নেতাজি। চিন বিপ্লবে লাল ফৌজকে এক ভারতীয় জেনারেল সসৈন্যে সাহায্য করেছিলেন। কে সেই ভারতীয় জেনারেল?

এইসব সত্য তথ্য যদি প্রকাশ পায় তাঁর রূপ ভেদের সাধন কথার কাহিনী তা কি গল্প গাঁথাকেও হার মানাবে না? মহাভারতের কৃষ্ণ ব্যাধের তিরে মরেছিল। তিনি সেই যা ঝুপকার নদীতে পড়লেন তার আর কোনও খোঁজ নেই। সেই রূপে আর তিনি ধরা দিলেন না। আমাদের বাস্তবের মহানায়ক ও আর নেতাজি রূপে ফিরে এলেন না। যদিওবা কেউ কেউ দেখা পেলেন তা অন্য রূপে। হয়তো বা স্বামী সারদানন্দ বা ভগবানজিরূপে। ক্ষত্রিয় বীরকেই আমরা ভগবান রূপে পূজো করি। তাই সন্ন্যাসী সুভাষ ও আমাদের পুজ্য তিনি দেহে থাকেন বা না থাকুন। ১০০–২০০ বছর পর তাঁর জীবনকাব্য যারা পড়বে তাঁরাও তাঁকে রাম বা কৃষ্ণের মতো অবতার মনে করবে। কারণ তাঁর সমস্ত কর্ম মনে হবে মনুষ্য সাধ্যাতীত। তাই তিনি মহামানব। তাঁর আসার পথ চেয়ে থাকব না– শুধু অলৌকিক সেই সব কাহিনী কবে প্রকাশিত হবে লৌকিক হবে তার প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

নয়া ভারতের দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ

কমল ভট্টাচার্য

১৫৪ বছরেও তিনি সমান উজ্জ্বল ও অম্লান। তাঁর চিন্তাধারা, ভাবনা আজও সারা দেশ শুধু নয়, সারা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলছে। তিনি যুগ নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্মের সংঘাত, পর ধর্মের কুপ্রভাব, সামাজিক অনাচার, ভ্রষ্টাচার এবং সর্বোপরি ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যখন নানা ঘাত প্রতিঘাতে বিপন্ন, সেই ঘণীভূত সমস্যা জর্জরিত ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ এক আলোকবর্তিকা, সূর্যের মতোই সতেজ, প্রখর এবং দৃঢ়তায় হিমালয়ের মতো অটল। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন, নরেন শিক্ষে দেবে, নরেন হবে বটবৃক্ষ। নরেনের মধ্যে ঠাকুর ১৮টি জ্ঞানের বাতি দেখেছিলেন তাঁর দিব্য চক্ষু দিয়ে। ঠাকুরের আর্শীবাদ ও কৃপা নিয়ে পরিব্রাজক নরেন সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিলেন। বৈদান্তিক আলোয় আলোকিত হল বিশ্ব। তার মধ্যমণি ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ। অসীম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নরেন্দ্রনাথ জীবনে কখনও কোন মানসিক দুর্বলতার কাছে নতিস্বীকার করেননি। মানুষ কী বলল, প্রতিবেশীরা কটাক্ষ করবে কি করবে না, এসবে তিনি কখনও মাথা ঘামাননি। নিজের জীবনে যে পথ সত্য বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, পারিপার্শ্বিক সব কিছু অগ্রাহ্য করে, বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করে সেই পথের ওপর দিয়েই জীবনের রথকে দুর্দম বেগে চালিয়েছেন লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত। বারবার তিনি বলেছেন, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত’, ওঠো, জাগো, লক্ষ্যলাভ করিবার পূর্বে থামিও না।’

অসামান্য শ্রুতিধর ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সব সূত্র গড়গড় করে বলে যেতে পারতেন। মাত্র ছ’বছর বয়সে রামায়ণের সমগ্র পালা তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এমন অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভার জন্য তার পাঠাভ্যাসের পদ্ধতিও ছিল অভিনব। গৃহশিক্ষক এসে পাঠ্যপুস্তক তার হাতে দিয়ে বানান করে অর্থ করে পড়ে যেতেন, নরেন্দ্রনাথ তা বসে শুনতেন। এতেই তাঁর পড়া হয়ে যেত। প্রবেশিকা পরীক্ষার আগের রাতে সারা রাত জেগে জ্যামিতির চারখানা বই পড়ে পরদিন তিনি পরীক্ষা দিলেন, একথা নরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। কিন্তু অন্য সময়ে পাঠ্যবই না পড়ে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত চর্চা, ব্যায়াম, অশ্বারোহন, লাঠি-খেলা, অসি-চালনা ইত্যাদিতেও সময় দিতেন। তাছাড়া, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় গ্রন্থে গভীরভাবে ডুবে যেতেন। নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল জাতীয় গ্রন্থ পাঠে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার আগে তিনি ভারতের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি পড়ে শেষ করে ফেলেন। এফ এ পড়ার সময়ে ইংরেজিতে লেখা ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ পাঠ শেষ করেন। এছাড়া, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের ইতিহাস, ইংরেজি দর্শনগ্রন্থ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ তিনি ছাত্রজীবনেই পড়ে শেষ করেছিলেন।

এটা ঘটনা, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন, একাগ্রতার সাধনা, অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ পাঠের ফলে তার মধ্যে অতি দ্রুত পাঠ করে তা চিরদিন মনে রাখার মতো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নরেন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন। একবার পরিব্রাজক বেশে তিনি ভারতের নানা অঞ্চল ঘুরছেন। মীরাটের এক গ্রন্থাগারে এসে তিনি পরপর নানান বই নিচ্ছেন ও ফের দিচ্ছেন। এতে গ্রন্থাগারের আধিকারিক যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, লোককে দেখাবার জন্য তিনি এরকম করছেন। কিন্তু তাঁকে পরীক্ষা করে ওই আধিকারিক বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, স্বামীজি স্বল্প সময়ের মধ্যে ওইসব পড়েছেন এবং মনে রেখেছেন।

স্বামীজি ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে জার্মানি গিয়েছিলেন। জার্মানিতে বিখ্যাত দার্শনিক পল ডয়সন-এর বাড়িতে তিনি কয়েকদিন অতিথি হিসাবে ছিলেন। একদিন দার্শনিক পল ডয়সন স্বামীজির ঘরে ঢুকে দেখেন যে স্বামীজি একমনে একটি বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছেন। তিনি বারবার স্বামীজিকে ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না স্বামীজি। বেশ কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি বইটি রেখে দিলেন। তখন ডয়সন তাঁকে বললেন, এতবার ডাকলাম আপনাকে, আপনি সাড়া দিলেন না। স্বামীজি বললেন, দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না, আমি একমনে বইটি পড়ছিলাম। কিন্তু তাঁর উত্তরে দার্শনিক পল সন্তুষ্ট হলেন না। ভাবলেন, শুধু পাতা উলটে উলটে স্বামীজি কিভাবে বই পড়ছিলেন? স্বামীজি ডয়সনকে বললেন, বইটির যে কোন পাতা থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন আপনি আমাকে, পল ডয়সন সেটাই করলেন। স্বামীজির কাছ থেকে সঠিক উত্তর পেয়ে তিনি বিস্মিত। আবেগে আপ্লুত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটাও সম্ভব? স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন, এরই নাম ভারতীয় একাগ্রতা।

শৈশব থেকেই নরেন্দ্রনাথের মনে ধর্মানুরাগ ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। জীবন ও বিশ্বের পেছনে কী সত্য রয়েছে, তা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠল তাঁর যুক্তিবাদী মন। উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মতো তাঁর মনে প্রশ্ন জাগত, বেদাহমেতাং, পুরুষং, মহান্তমং’ সেই সত্যদ্রষ্টারই তিনি সন্ধান পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে তাঁর মিলন হল। আর প্রথম ধর্মালাপেই তিনি রামকৃষ্ণদেবকে মনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি করেছিলেন, মহাশয়, আপনি ভগবানকে দেখিয়াছেন কি? উত্তর : হ্যাঁ দেখিয়াছি, তোমাকে যতটা স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে দেখিয়াছি। আর যদি চাও তোমাকে দেখাইতে পারি। উত্তরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। তারপর থেকে তাঁর যাত্রা শুরু। নরেন্দ্রনাথ হলেন ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ। নিজেই হয়ে উঠলেন এক অখণ্ড ভারতবর্ষ। উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হে ভারত ভুলিও না, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার ভাই, তোমার রক্ত। জন্ম হইতেই তুমি মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত ...। স্বামীজি নিজের জীবন দিয়ে ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন। তাই তিনি বারবার বলেছেন, ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। ভারত আমার পূণ্যভূমি, আমার তীর্থস্থান। তিনি একান্তভাবে চাইতেন ভারতবাসী হীনমন্যতা ছেড়ে আত্মমর্যাদার সঙ্গে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক। দেশের জন্য, ভারতবাসীর জন্য, ভারতের মানুষের দুঃখ-কষ্টে তিনি পীড়িত হতেন, কাঁদতেন। তাঁর প্রার্থনা ছিল, ভারতবাসী, ভারতের সাধারণ মানুষ যেন সুখে থাকে। ভারতবাসীর অবহেলা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। আর অবহেলিত ভারতবাসীর সেবা ও কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় সেই সত্যই তুলে ধরেছেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি বলেছিলেন, ভাব ও সঙ্কল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর, হে বীর হৃদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কোন তুচ্ছ জিনিসের জন্য পাশ্চাত্যে চাহিও না! স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও এবং কাজ করো। স্বামীজির এই বাণীকে আত্মস্থ করতে হবে ভারতের যুব সমাজকে। তবেই তাঁর জন্মদিন পালন সার্থক হবে।

লোকসংস্কৃতির বিহারীনাথ এবং আরো ছাড়িয়ে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সেদিন মেঘে ডুবে আছে বিশ্ব-চরাচর। তার ওপর ইলশে গুঁড়ির মতন কখনো কখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। সঙ্গে বাতাস। দূরে দূরে গ্রাম। মাঝে ফাঁকা মাঠ। আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাস্তাগুলো জনমানবশূন্য ও যানবাহনহীন। প্রকৃতির তন্ময়তায় এসব কী কম! বাঁকুড়ার বিহারীনাথ পাহাড়ের ওপরের সরকারি লজ থেকে দেখা যাচ্ছে এসব আশ্চর্য দৃশ্য। সেদিন মার্চ মাসের প্রথম দিন হলেও বেশ একটা শীত শীত ভাব। লজের ডরমেটরির দরজা জানালাগুলো সব বন্ধ। সারি দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন আমাদের অধ্যাপক-বন্ধুরা। এই অধ্যাপক-গবেষকরা ‘লৌকিক’ পত্রিকার আয়োজনে আলোচনা চক্রে যোগ দিতে এসেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ব-নামখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ।

এমন দৃশ্যের ভেতর ডুবে যেতে মন চায়, তার ওপর ভোর হয়ে গেলেও দিনযাত্রা শুরু হয়নি তখনও, কাজেই হাত বাড়ালেই যেমন বন্ধু মেলে, তেমনি পা বাড়ালেই পথ মিলবে, এই ভেবে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। তাছাড়া কে যেন বলেছিল সামনের মাঠ পেরোলে প্রকৃতির সন্তান আদিবাসীদের গ্রাম। লজ থেকে বেরিয়ে পড়তেই একটা চায়ের দোকান। এখনতো যত্রতত্র চায়ের দোকান। অন্যদিন দোকানটা এইসময় খোলা থাকে। আজ খোলেনি, বোধহয় বৃষ্টির জন্য। ওখানেই চৌমাথার কাছে তীর এঁকে লেখা আছে বামুনতোড়। তার পাশ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ দিকে চারটি রাস্তা চলে গেছে। জায়গাটা চৌমাথার আকার নিয়েছে এইভাবে। নাম শুনেই নতুন মানুষ প্রথমে নামের তাৎপর্য খোঁজে – তেমনি আমিও ভাবলাম, গ্রামটা নিশ্চয় ব্রাহ্মণ প্রধান। এর পাশেই হয়তো আছে কোনো ব্রাহ্মণহীন আদিবাসীদের গ্রাম। দেখা যাক। বামুনতোড়-এর দিকে মুখ করে হাঁটা শুরু করেছি। মাঠের মাঝখান দিয়ে উঁচু পিচ ঢালা রাস্তা। মাঠটা এখন ফাঁকা। সেই মাঠে একজন প্রাত:কৃত্য সারছিলেন। রাস্তায় মানুষ দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল, তিনি কিছু জানতে চান। কিন্তু ভরসা পাচ্ছেন না কথা বলতে। আমিই কথা শুরু করলাম। জানতে চাইলাম,

–কাছাকাছি আদিবাসীদের গ্রাম কোথায় বলুন তো?

–উঁচু রাস্তা থেকে সামনে গিয়ে ডানদিকে গেলেই পাবেন ‘হিড়েরবন’, সাঁওতালদের গ্রাম। বলার পর উনি নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলেন। না, কোনো সন্দেহ নেই সেই চাহুনিতে, নেই কোনো বিস্ময়। তাও যেন কিছু একটা। এখন এইসব গ্রামে বাইরে থেকে অনেক মানুষ আসেন বেড়াতে। বোধহয়, তাই ভয়-বিস্ময় এঁদের আর কিছুই আসে না।

যাওয়া আসার পথে পথে

খানিকটা এগিয়ে দেখা হলো এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। তিনি সাইকেল চালাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে গ্রামের খবর জানতে চেয়েছি। সাইকেল থেকে নেমেছেন। বলছিলেন, ‘আগে যখন রাস্তা ছিল না, তখন এইসব গ্রাম একেবারে অন্ধকারে ছিল। এখানে কেউ আসত না। এখনতো প্রতিদিন নতুন লোক আসে।’ তিনি পাশাপাশি হাঁটছেন, গাঁয়ের নানা কথা বলতে বলতে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন ঢুকে পড়েছি সেই হিড়েরবন গ্রামে। বাঁকুড়া জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম এটি। শালতোড়া ব্লকের বামুনতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামে ৪৪ ঘর সাঁওতালের বাস। অন্য জাতির কেউ নেই। গ্রামের ভেতর রাস্তা পিচে ঢালা। রাস্তার ওপর ইলেকট্রিকের খুঁটি। রাস্তার দু’দিকে সারি সারি বাড়ি সাজানো যেন। টালির ছাউনি। কোনো কোনোটা খড়ের। দেওয়াল মাটি দিয়ে লেপা। সেখানে ফুটে উঠেছে নানা ছবি, আল্পনা। যা আদিবাসী গ্রামের বিশেষ এক আকর্ষণ। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা বড় পুকুর। সেই পুকুরে কয়েকজন থালা-বাসন মাজছিলেন। পুকুর পাড় দিয়ে চলে গেলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। মাথায় তাঁর দুই থাকে সাজানো হাঁড়ি। জঙ্গলে নাম না জানা নানা পাখি ডেকে ওঠে। কয়েকটা পাখি পতপত শব্দ করে উড়ে যায় আকাশে এপাশে ওপাশে।

এইসব দেখতে দেখতে যখন চলেছি, তখন দেখা হল মধ্য পঞ্চাশের রামচন্দ্র মুর্মুর সঙ্গে। একা রামচন্দ্র নন, ওঁর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন আরো ক’জন। তখনই টিপ টিপ করে বৃষ্টি প্রবল মূর্তি ধরল। সবাই সাঁওতাল বাড়ির দাওয়ায় ঠেসে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর বৃষ্টি নেই, তবে পায়ের নিচের দিকটা ভিজছে। সেদিন রামচন্দ্রদের কোনো কাজ ছিল না বুঝি। তাই, সকাল সকাল চলল কথা আর কথা। শ্রোতার আচরণে আন্তরিকতা খুঁজে পেলেন ওঁরাও, মনের কথা উজাড় করে দিলেন। নিজেদের গ্রামের বিষয়ে নানা কথা বলে চলেছেন এঁরা।

জানা গেল, এই গ্রামে এখন সরকারি চাকরি করেন তিনজন। অনেকের কিছু কিছু জমি আছে। বাকিরা দিনমজুরি করেন। কেউবা ইটভাটায় কাজ করেন। এখানকার মানুষেরা কাজের জন্য বেশি যান বার্ণপুর। এছাড়া আছে দুর্গাপুর, আসানসোলের মতন শিল্পনগরী। দামোদর নদী পেরিয়ে বার্ণপুর যেতে বেশি সময় লাগে না। আর দুর্গাপুর থেকে এই গ্রাম ৬৬ কি.মি দূরে, আসানসোল এখান থেকে ৪৬ কি.মি দূরে। কথা বলতে বলতে দু’-তিনজন ছেলে-ছোকরা এসেছে। তাদের কানে মোবাইলের তার গোঁজা। গায়ে টি-শার্ট, পরনে থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট। চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা। মোবাইল ফোনে ওরা গান শুনছে। একেবারে আধুনিক! পোশাক, হালচাল দেখে খুশি হলাম। রামচন্দ্র বললেন, এদের একজন আসানসোলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওর বাবা হাইস্কুলের শিক্ষা-কর্মী।

এই সাঁওতাল ছেলেদের অতি আধুনিক ভাবসাব দেখে খানিকটা আশ্চর্য হয়েছি অনুমান করে, আর একটা অন্ধকার দিগন্ত উন্মোচন করতে রামচন্দ্র বললেন, ‘ওরা বাইরে থাকে। কয়েকজন আসানসোলে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। হাতে কাঁচা পয়সা। একটু পয়সা কামিয়েই শহর থেকে গ্রামে চলে আসে। আবার পয়সা ফুরলে চলে যায় শহরে।’ সেই ছেলেরা ভ্রূক্ষেপ করে না রামচন্দ্রের কথায়। হয়তো গানের শব্দে শুনতেও পায় না। যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই চলে যায়। গ্রামগুলো এখন বদলাচ্ছে। সেই হা হা করা অভাবটা নেই এইসব গ্রামে।

ওঁদের কথা শুনতে শুনতে দেখি, একজন ছেলের সাইকেলের পেছনে চেপে একটি মেয়ে যাচ্ছে। পিঠে প্যারাসুট কাপড়ের কালো ব্যাগ। রামচন্দ্র বললেন, মেয়েটা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। ওর দাদা ওকে পরীক্ষার সেন্টারে পৌঁছে দিতে যায় প্রতিদিন। তারপর বিস্ময় মাখিয়ে একজন বললেন, ‘কম নয়, এবার গ্রামের আটজন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রায় সব মেয়েই স্কুলে যায়। এখন এখানে আঠারো বছরের কমে আর কারোর বিয়ে হয় না।’ তারপর একটু তেতো ফোড়ন দিলেন। ‘তবে গ্রামে ‘লাভ ম্যারেজ’ বেড়েছে।’ যখন এখানকার লোকেরা এইসব তথ্য দিচ্ছেন, তখন রামচন্দ্র বিড়বিড় করছেন, ‘আমার মেয়েটা এবার কলেজে পড়ত। গতবারে উচ্চমাধ্যমিক-এ একটা বিষয়ে ব্যাক পেল বলে একবছর বাড়িতে বসে গেল।’

কথায় কথায় অন্যদের আলোচনায় আরও কিছু তথ্য উঠে এল। অন্যরা বলছেন, গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য বেশি কষ্ট করতে হয় না। পাশের গ্রামেইতো উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। এই গ্রাম থেকে এক কি.মি দূরে বামুনতোড গ্রামে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। গ্রামে একটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে। কিন্তু চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই – সে সুযোগ পেতে যেতে হয় শালতোড়ায় – দশ কি.মি দূরে – ওখানে হাসপাতাল আছে।

এ গ্রামের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তালিকায় স্থবির প্রাচীন গ্রাম্য বিচার-ব্যবস্থা উল্লেখ্য। গ্রামের অনেক কিছু বদলালেও বদলায়নি বিচারব্যবস্থার। গ্রামের বিচারব্যবস্থা সেই ‘ষোল আনা’র হাতে। ষোল আনার প্রধান মাঝিমোড়ল লক্ষ্মীরাম কিসকু (৬৪) অবশ্য বলেছেন, ‘আমাদের বিচারই শেষ নয়। আমাদের বিচার পছন্দ না হলে কেউ থানা পুলিশ করতে পারে, পঞ্চায়েতে যেতে পারে। তবে, পুলিশ বা পঞ্চায়েতের কাছে গেলে ওরা বলে আগে ষোল আনার কাছে যাও। ওরা কী বলে দেখ।’ একটা আত্মবিশ্বাস মাঝিমোড়লের চোখে-মুখে। তবে খানিকটা সাবধানীও। যদি কোনো গন্ডগোল বাধে।

–ষোল আনা কী ধরনের বিচার করে? লক্ষ্মীরামের কাছে জানতে চাই।

–সব বিচার করে। ষোল আনাতো শুধু বিচার করে না, সবকিছুর সামাজিক স্বীকৃতিও দেয়। যেমন, কেউ যদি নিজেদের পছন্দে বিয়ে করে ঘরে বউকে ঢোকায়, তার সামাজিক স্বীকৃতির জন্যও আমরা বিধান দিই।

–কী বিধান দেন?

–পাড়ায় খাওয়ানোর কথা বলা হয়।

–শুধু খাওয়ালেই রেহাই পাওয়া যায়?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা একটু নরম বটে। জরিমানা করলে ভাবি গরিব মানুষ কোথা থেকে দেবে। তাই একটু হাঁকাই দিই, যাতে আর এইসব না হয়, আর খাওয়াতে বলি।

–হাঁকাই দেন কেন?

–না হাঁকাইলে সমাজটা উচ্ছন্নে যাবে। সবাই তবে লাভ ম্যারেজ করবেক।

এই ‘লাভ ম্যারেজ’টাই বড় সমস্যা গাঁয়ে। তাই, ষোল আনার কর্তারা খেয়াল রাখেন পাড়ায় কোনো নতুন মেয়ে এসেছে কিনা। নতুন মুখ দেখে সন্দেহ হলে তাকে জবাবদিহি করতে হয়। ষোল আনার পাঁচ সসদ্য। প্রধান মাঝি মোড়ল, নাইকি (দিয়াশী) – যিনি পুজো করেন, গোড়েৎ-গাঁয়ের কোটাল, ইনি সভায় ডাকাডাকি করেন, ভদ্র এবং প্রাণী – এঁরা সভার কথা প্রয়োজনে সংশোধন করেন।কথাটা কীভাবে হলে ভালো হবে, এর বিধান দেন।

রাস্তার পাশে মাঝিথান, যেখানে এই ষোল আনার সভা বসে। মাঝি-থান-এর সামনের রাস্তাটা পৌঁছেছে বড় রাস্তায়। মাঝিথান-এর পেছনের রাস্তাটা গেছে জাহের-থান-এ। সাঁওতালদের অত্যন্ত পবিত্র জায়গা এটি। এটা দেবতার থান। রামচন্দ্র মুরমু বলছিলেন, ‘জাহের থান-এর শাল গাছটা কাটতে চেয়েছিল একজন। লোকটা এই পাপে অকালে মরে গেল।’ জাহেরথানকে ঘিরে এইধরনের নানা কথা ছড়িয়ে আছে এখানে।

মাঙ্গলিকী

আলিপুর বার্তা ও মাঙ্গলিকী নিয়ে আলোচনা

২০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে বিকেল পাঁচটা থেকে অতীশ ঘোষ সম্পাদিত আবৃত্তি এবং শ্রুতিনাটক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ''কাব্যকথা''–র এক চিন্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ''মাঙ্গলিকী''র প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও 'জনসমুদ্র' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। ডঃ বর্ধন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে আলিপুর বার্তা'র ১৯ ডিসেম্বর (শনিবার) সংখ্যা তুলে দেন অতীশ ঘোষের হাতে। অন্য দুজন অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'মন ক্যামেরা' পত্রিকার সম্পাদিকা ডাঃ রূপালী বিশ্বাস এবং 'পদার্পণ' পত্রিকার সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা মাজি। 'আলিপুর বার্তা'র পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং প্রণব গুহ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মন্ডল প্রমুখর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় 'মাঙ্গলিকী'র বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করেন ডঃ বর্দ্ধন। অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল শিশু–কিশোরদের সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য 'কাব্যকথা'র সঙ্গে যুক্ত কচি–কাঁচাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অতীশ ঘোষ, রীনা দাস, দিলীপ কর, সঙ্গীতা চক্রবর্তী, সইফুল ইসলাম, শর্মিষ্ঠা মাজি, সঙ্গীতা চক্রবর্তী, স্বপন চৌধুরী, অদিতি ঘোষ, সায়লা সরভিন, তন্ময় বক্সী, শোভনা দাস মহাপাত্র, শুভ্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ। 'মন ক্যামেরা' পত্রিকার পক্ষ থেকে 'কাব্যকথা'র কর্ণধার অতীশ ঘোষের হাতে মানপত্র তুলে দেন ডাঃ বর্ণালী বিশ্বাস। 'আলিপুর বার্তা' প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, অতিশ ঘোষ, শর্মিষ্ঠা মাজি। ডঃ বর্ধন প্রখ্যাত তরুণ ভূষণ গুহর কথা বিশেষভাবে বলেন, যিনি ছিলেন আলিপুর বার্তার প্রতিষ্ঠাতা।

সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গনের নৃত্যানুষ্ঠান

ইন্দ্রজিৎ আইচ : সম্প্রতি সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গনের নবম বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হল দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে। অনুষ্ঠানে সংস্থার তরফে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয় ডঃ শ্রীমতী থাঙ্কমণি কুট্টি, বাচিক শিল্পী প্রণতি ঠাকুর, চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, অভিনেতা মৃণাল মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ ইন্দ্রাণী সান্যাল, টেবিল টেনিসের জাতীয় প্রশিক্ষক তপন চন্দ্র, শ্রীলেখা মিত্র, ও মালবিকা সেনকে।

শ্রীমতি ঝিনুক মুখোপাধ্যায় সিনহা দীর্ঘ নয় বছর ধরে সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গনে নাচ শেখাচ্ছেন। তার কয়েকশো ছাত্রছাত্রী। অনাথ পথ শিশু ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ভারত নাট্যমে তালিম দিয়ে সারা বিশ্বে এই নাটককে ছড়িয়ে দিতে চান এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা সেদিন অনুষ্ঠানে জানালেন ঝিনুক।

সেদিন স্ত্রোত্র বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরিবেশিত হয় ভজন আঙ্গিকে ভারতনাট্যম। ঝিনুক মুখোপাধ্যায় সিনহার ভারতনাট্যম সকল দর্শকদের মুগ্ধ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালকের গান ও সুরের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা। এই সঙ্গীত নৃত্যানুষ্ঠানটি শ্রোতা–দর্শকদের কাছে ছিল বেশ আকর্ষণীয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গনের কর্ণধার ঝিনুক মুখোপাধ্যায় সিনহা পুরো অনুষ্ঠানটি এককথায় অনবদ্য হয়ে ওঠে।

পূর্বী সংগীত ও কলাকেন্দ্রের সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দক্ষিণ কলকাতার পূর্বী সংগীত ও কলাকেন্দ্রের ১৯তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ মঞ্চে)। এই সমাবর্তন উৎসবে সারা পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশটি সংস্থা থেকে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী অঙ্কন, সংগীত নৃত্যে অংশ নেয়। নজরুললগীতিতে প্রথম হন প্রিয়া কর্মকার, রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম হন সুদেষ্ণা সরকার, পিয়া ঘোষ। ভাস্কর্য ও অঙ্কনে প্রথম স্থান অধিকার করেন শৌভিক দাস। রবীন্দ্রনৃত্যে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন অনন্যা জানা ও সায়ন্তিনী সুর। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন স্বস্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্বরী রায়, অমৃতা গিরি, কিংশুক সামন্ত, অর্পিতা বর্ধন, পৌলমী পারুই। ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট মেমেন্টো তুলে দেন পূর্বী সংগীত ও কলাকেন্দ্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অঙ্কন শিল্পী ও চিত্রকর প্রশান্ত বিশ্বাস, নৃত্য শিল্পী গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন ভাস্বতী দত্ত, আরাধনা সাহা। অঙ্কন বিচারক ছিলেন তপন দে এবং নৃত্যে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দ্বিতীপ্রিয়া সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন কল্যাণ বক্সী ও ভাস্বতী দত্ত।

সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ সংগীতের আভাস দিল ঢাকুরিয়ার বেদপঞ্চম

অলভ্য ঘোষ, কলকাতা: বেদপঞ্চম ''রবিগানে কবিপ্রণাম''এর ওপর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্প্রতি আয়োজন করেছিল বিড়লা আকাদেমিতে। এই দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উৎসবে, কৃতী শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন, সুরাঞ্জলী গোষ্ঠীর একক এবং সুরেলা গোষ্ঠীর সমবেত সংগীত ছাড়াও পরিবেশিত হয়েছে বাল্য সংগঠনের ছোট্ট সোনা বন্ধুদের আবৃত্তি।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে সংগীত কলালক্ষ্মীর বরপুত্র শিল্পী তৃষিৎ চৌধুরী আর তার গানের পরতে পরতে খুলেছিল সৌন্দর্যের উৎস, আর এই মজলিসকে আরও একমাত্রা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল শ্রী বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের তবলা ও শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা রায়ের কণ্ঠের জাদু।

অনুষ্ঠানের শেষার্ধে আহ্বায়ক এবং পরিচালক শ্রী গোপাল কৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয় বিপ্লববাবু এবং প্রথিতযশা এস্রাজ বাদিকা শিউলি মুখোপাধ্যায়কে উত্তরীয় প্রদান করে সম্মান জানানো হয়।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

সায়াহ্নে

(সম্পাদক – বিনয় দত্ত / শীত সঙ্কলন ১৪২২) – শীত সংখ্যাতেও দুর্গা মা তথা বিজয়ার কবিতা! শরত বুঝি আর শেষ হবে না। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের কবিতাটি সার্বজনীন হয়ে উঠেছে, সুব্রত ভট্টাচার্যের কবিতা মন ছুঁয়ে গেল, শেফালী সরকারের কবিতায় সংহতির আহ্বান। বিধান সাহা–র কবিতাটি অনবদ্য। শচীন চক্রবর্তীর গল্পটির পটভূমিকা (আসাম) ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়। সম্পাদকের উজ্জয়নী ভ্রমণ–কথায় ভ্রমণের বিবরণ কম, কাব্য–পুরাণ–ইতিহাসের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। এ–সময়ের ভ্রমণ কথার পাঠক–দের চাহিদা পাল্টে গেছে, তাঁরা পথের হদিশ, থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদির তথ্যও প্রত্যাশা করেন।

(পত্রিকার ঠিকানা – শঙ্কর আবাসন, ৪৪ স্কুল রোড, পোঃ পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা –700093)

শব্দকিরণ

(সম্পাদক – সমরজিত চক্রবর্তী/বইমেলা ১৪২২) – গত লিটল ম্যাগাজিন মেলার স্টলচিত্র দিয়ে শব্দকিরণের নবম বর্ষের প্রচ্ছদ, অভিনব ভাবনার প্রমাণ দেয়। সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তীর বেগমপুর অঞ্চলের ইতিকথার শেষাংশ এই সংখ্যায়। লিখেছেন স্বয়ং, স্বল্প–আঁচড়ের প্রচ্ছদ (পর্ণিয়া চক্রবর্তী) নজর কাড়ে। চীনা–পরিব্রাজক ফা–হিয়েন–এর কথা লিখেছেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, অনেক অজানা ইতিহাস উঠে এসেছে। অত্যন্ত সাধু প্রয়াস। ষাটের দশকের দেশের কথা তুলে ধরেছেন পর্ণিয়া চক্রবর্তী, বেশ ব্যতিক্রমী প্রয়াস । সব মিলিয়ে নিবন্ধ–বিভাগ জমজমাট। পুষ্পা চক্রবর্তী ও পর্ণিয়া চক্রবর্তীর যৌথ–উদ্যোগে লেখা বর্ধমান–হুগলীর কিছু অঞ্চলের ইতিহাস অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সেইসঙ্গে সংরক্ষণ–যোগ্য। রম্য রচনার ঢঙে লেখা শ্রীকান্ত গল্পটি পাঠকদের ভালো লাগবে । ঝুমুর পাণ্ডে–র গল্পটি অনবদ্য (শিকল)। হাসির হিল্লোল উঠেছে সুকুমার মণ্ডলের গল্পের (সুরাডুবি) হাসিটা শেষ লাইনে পৌঁছে ধরা দিয়েছে। গিরিজা শঙ্কর মুখার্জীর অণু গল্প দুটি চমতকার । প্রতিষ্ঠিত কবি যশোধরা রায়চৌধুরী, মৃণাল বসুচৌধুরী, আবদুস শুকুর খান প্রমুখদের পাশাপাশি জয়তী অধিকারী, ঋজুরেখ চক্রবর্তী, মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরাও জমিয়ে দিয়েছেন।

(পত্রিকার ঠিকানা – গ্রাম– আদান, পোঃ জনাই, জেলা হুগলী – 712304 । e.mail sabdokiron@rediffmail.com or sjit–chakraborty2010@gmail.com / Phone 9433177931 / 9836641183)

আগামী বার্তা

(সম্পাদক – গৌর দাস / পৌষ ১৪২২) – সম্প্রতি–প্রয়াত কবি শংকর আচার্যের স্মরণে দুটি কবিতা পত্রিকার গোড়াতেই রাখা হয়েছে। এছাড়াও সুকেশ ঘোষ ও শংকর দাসের দুটি করে কবিতা ঠাঁই পেয়েছে, বাকীদের জন্যে একটি করে বরাদ্দ। মনে দাগ কাটলেন সমীর কুমার রায়, তপন মাইতি, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন. জয়িতা ভট্টাচার্য, সুকেশ ঘোষ। গোপাল দাসের নিবন্ধ (বঙ্গের বাউল)টি পাঠকদের আগ্রহ তৈরী করে। গৌর দাসের রম্য–রচনা–টি (মেরা ভারত মহান) এই সময়ের নীতিহীনতা, বিবেকহীনতার দিকটি তুলে ধরেছেন। তবে কথোপকথনের অংশে বেশ কিছু শ্রুতিকটুঅশ্লীল শব্দ–ও উপস্থাপন করেছেন, সে কি বাস্তবের ছঁায়া বোঝানোর জন্য! রণেন্দ্রকিশোর গুহের নিবন্ধ (মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বিতর্ক)–টির বিষয়–বৈচিত্র কৌতূহল জাগায়। সুশীল দাসের দীর্ঘ গল্পে (সৃষ্টিসুখ) বাঞ্ছিত পাঠ–তৃপ্তি পাওয়া গেল কি! তুলনায় সুকুমার মণ্ডলের অণু–গল্প–টি (কথা) আমাদের সতর্ক করে দেয় । গল্প ও নিবন্ধ–কে আলাদা ভাবে সাজালে পাঠকদের বোধকরি কিছুটা সুবিধা হত।

(পত্রিকার ঠিকানা – উদ্ভাস সাহিত্য গোষ্ঠী, এফ–৪১ ব্রহ্মপুর প্লেস, কলকাতা–৭০০ ০৯৬ / 8276095125 / 9038752173)

অন্যচোখ

(সম্পাদক – গৌর দাস / কার্তিক–চৈত্র ১৪২২) ষাণ্মাষিক পত্রিকাটির এই সংখ্যার শরীরী ভাষা প্রতিবাদ। সুধাংশুশেখর গোস্বামী (প্রতিবাদ), সুকেশ ঘোষ (দায় শুধু), গৌর দাস (একটি লাশের গল্প), উদয় চক্রবর্তী (ভালো মানুষ), সুশীল দাস (প্রতিবাদ), নিতাই মৃধা (মধুমাস) উল্লেখের দাবী রাখেন। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন (চার্লি চ্যাপলিন) ও রবীন্দ্রনাথ রায় (বঙ্গীয় নবজাগরণ)–এর নিবন্ধ–দুটি মূল্যবান। গৌরাঙ্গ অধিকারী–র সুদীর্ঘ গল্পটি (অগ্নিশুদ্ধি) মেলোড্রামাক্রান্ত। সুকুমার মণ্ডলের রম্যরচনা (কমলাকান্তের গো–দর্শন)–টি উপভোগ্য এবং সেই কারণে পাঠকদের শেষ–পর্যন্ত টেনে রাখে।

(পত্রিকার ঠিকানা – এফ–৪১ ব্রহ্মপুর প্লেস, কলকাতা–৭০০ ০৯৬ / 8276095125 / 9038752173)

শতভিষা নতুন আলোর সন্ধানে

(সম্পাদক – চিরন্তন মজুমদার / ডিসেম্বর ২০১৫) সদ্যোজাত পত্রিকা–টি শুরুতেই কাজের কাজ করেছে। বাংলার নবজাগরণের ভগীরথ রাজা রামমোহন রায়–কে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে উতসর্গীকৃত। রামমোহনের জীবন, কর্মজগত ও বহুমুখী প্রতিভার অন্বেষণে এই প্রয়াস–কে সাধুবাদ জানাতেই হয়। রামমোহনের হস্তলিপির কিছু নমুনাও মুদ্রিত হয়েছে। বারিদবরণ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাপদ দাস, অরুন্ধতী দাস প্রমুখেরা পরিশ্রমী নিবন্ধ লিখেছেন যা অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য। রামমোহন–র উপর আলোকপাতের মধ্যেও প্রশান্ত প্রামাণিকের নিবন্ধ–টি (রবীন্দ্রনাথের সংস্কার মুক্তি) হারিয়ে যায় নি। সত্যি কথা বলতে কি একই সংখ্যায় এত অনুসন্ধিতসু লেখা জোগাড় করার ধৈর্য লিটল ম্যাগাজিনেই সম্ভব। কবিতা বিভাগে নিত্যানন্দ দাস, মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল

অরূপ রতন

মুখোপাধ্যায়, অম্বালিকা পাল চৌধুরী উল্লেখ্য । মন্টু দেবনাথের গল্প–টি (নীলকণ্ঠ মল্লিক ও ..) এক অনালোকিত সমস্যার দিকে নজর ফেলেছে । ডঃ অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের রম্য রচনাটি–র অনভিপ্রেতভাবে দীর্ঘ ফলে পৌনঃপুনিকতার শিকার।

(পত্রিকার ঠিকানা – ৬৭, ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, হাওড়া–711106। e.mail shatavisha2015@gmail.com / Phone 9433375258 / 9847567241)

ভালোবাসার মানুষ

(বাংলা নববর্ষ উদযাপন সমিতির মুখপত্র/ সম্পাদক– সরোদ ঘোষ/প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) ফোল্ডার ধাঁচের সাময়িক পত্রটি কোন বছরের কোন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ নেই কোথাও। বাংলা ভাষা–র জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আবুল বাশার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বাংলার প্রথম সারির পাঁচজন লেখক–ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। বুদ্ধিজীবি লেখক–দের কলম থেকে সংখ্যালঘু শব্দ–টি বের হয় কি করে তা বোঝা গেল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের অসাধারণ রস বোধের নমুনা পাওয়া গেল। স্বল্প পরিসরে ভ্রমণের কথাও রয়েছে। রয়েছে কুইজ–ও, তবে আলোচ্য সংখ্যার কুইজ–এ ২রা অক্টোবর–কে মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস বলে উল্লেখ করা হয়েছে!

(পত্রিকার ঠিকানা – ২০/১/১সি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কল–১৯ / 9831787131/e_mail maukata@gmail.com

চোখ

(বিজয় দিবস সংখ্যা ১৪২২ / সম্পাদক – মাণিক দে) – বাংলাদেশ মুক্তি–যুদ্ধের স্মরণে চোখ পত্রিকা–র এই সংখ্যাটি উতসর্গীকৃত। প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর ছবি সেই স্মৃতি–কে আবারও উজ্জ্বল করেছে। প্রাসঙ্গিক কবিতা লিখেছেন সুফিয়া কামাল, সুচিত্রা মিত্র, কামাল চৌধুরী, আশীষ স্যান্যাল, বেলাল মহম্মদ, ওয়াজেদ আলি, পঙ্কজ সাহা, নাসির আহমদ্ প্রমুখ। সমীর রক্ষিতের লেখা অন্নদাশঙ্করের উপর নিবন্ধটি মূল্যবান, আমাদের বিস্মৃতি–কে ঠেলে সরায়। লেখাগুলি–কে বিভাগ অনুযায়ী বিন্যাস করা প্রয়োজন। লক্ষ্য করা গেল অক্ষর বিন্যাসে যখন–যেমন–খুশীর ছোঁয়া। একটি সুনির্দিষ্ট অক্ষর অনুসরণ করা হয় নি। পাতার পর পাতায় নানা আয়তন, নানা গড়নের অক্ষর (Font) ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়েছে যা পাঠকদের চোখের ওপর অত্যাচার চালায়।

(পত্রিকার ঠিকানা – ২৭, গোবরা গোরস্থান রোড, কলকাতা – ৭০০ ০৪৬ / 9007796299)।

তারুণ্য

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১) (সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল) ২৯ বর্ষের ১১৬তম সংখ্যাটির শীর্ষ রচনা ছিল পৃথিবীর রুদ্র–রোষের প্রকোপ কেন বাড়ছে। অতি–সম্প্রতি উত্তর–পূর্ব ভারতের মণিপুরে ঘটে যাওয়া তীব্র ভূমিকম্প সেই ভাবনাকে আরও উস্কে দেবে সন্দেহ নেই। শীর্ষ রচনা পর্যায়ে সন্তোষ সরকার, বিশোক শীল, দিগম্বর দাশগুপ্ত, ডঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস, অনন্ত ভট্টাচার্য, ফণিভূষণ হালদার, স্মরজিত বিশ্বাস প্রমুখেরা।

এই সংখ্যায় কবিতা বিভাগে অভিনন্দন মাইতি, অর্চনা ঘোষ, আরণ্যক বসু, নরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, কালিশংকর বাগচী, মালতী প্রামাণিক প্রমুখেরা ভালো লিখেছেন। ছড়া বিভাগে মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, অমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন অনবদ্য। কচিপাতা বিভাগে দুটি ছড়া ভূতের ওপর লেখা এবং ভূতের ছড়া বর্ষাকালে বেশী উপাদেয় হলেও, শীতে মন্দ লাগে না। বেদ মোহন ঘোষ–এর লেখা নিবন্ধ–টি (হাওড়া স্টেশনের আদিকথা) হারানো অতীত–কে ফিরিয়ে দেয়। দেবপ্রিয় দে–র অণুগল্পটি উতরে গেছে। শেষপাতে মিষ্টি–র মত হাসির পাতা যথারীতি রয়েছে বটে, কিন্তু এই সংখ্যায় সম্পাদকের কলম থেকে কোনও হাসির গল্প বা রম্য রচনা ঠাঁই পেল না কেন !

(পত্রিকার ঠিকানা – ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা –৭০০ ০৪১ / 9903835611)

স্তম্ভলিপি

(অনুবাদ কবিতা সঙ্কলন – সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস / মুল্য ৩০ টাকা) – পেশায় ব্যারিস্টার নেশায় কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস অনূদিত একগুচ্ছ বিদেশী কবিতার সংকলন। রচনাকালের অর্ধ–শতক পরে সংকলিত আকারে প্রকাশিত হল, কবি পুত্রদের ঐকান্তিক চেষ্টায়। কবিতাগুলি সোজাসুজি অনাড়ম্বর শব্দে সাজানো হয়েছে, আড়ষ্টতা নেই। ইয়েটস্–টেনিসন–এমিলি ডিকেনসন–ব্রাউনিং–এজরা পাউণ্ড প্রমুখ নামী কবিদের কবিতার পাশাপাশি বহু অজ্ঞাত কবিদের লেখাও অনুবাদ করেছিলেন। সুসম্পাদিত এই কবিতা সংকলন–টি ছাপা অক্ষরে দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য লেখকের হয় নি, কিন্তু বাংলার পাঠকেরা সমৃদ্ধ হবেন। অনীশ সাহা–র প্রচ্ছদ মানানসই।

সুন্দরবনের জঙ্গলে মৌমাছিদের দ্বন্দ্ব

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

জুলাই ২৫, ২০১৫ তারিখের টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটা খবর আমার নজরে আসে। সেখানে দেখলাম, জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একদল গবেষক জানাচ্ছেন, সুন্দরবন এলাকায় মৌমাছি পালন ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জঙ্গলের মৌমাছিদের (ওয়াইল্ড বী) সংখ্যা কমছে। এতে ডাঁশ মৌমাছির (এপিস ডরসাটা) সঙ্গে পালন করা মৌমাছির (এপিস মেলিফেরা) একটা প্রতিযোগিতা, একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। ফলে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের পরাগ মিলন বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে জঙ্গলের উদ্ভিদের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। দৃষ্টন্তসরূপ তাঁরা বলছেন, বর্তমানে খলসি গাছের বংশবৃদ্ধি, একই কারণে, হ্রাস পাচ্ছে। বনদপ্তরের কর্তারা এ যুক্তি মানতে পারছেন না। তাঁরা বলেন, একটা ছোটোখাট জায়গায় (বালি দ্বীপ) কিছু পরীক্ষা–নিরিক্ষা করে এ ধরণের সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

কাগজে এই খবরটা দেখার পর, ঠিক করলাম, সুন্দরবনে আমার আসন্ন ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়, আমিও এ ব্যাপারে খোঁজখবর করব। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তহে, গোসাবা থানার বিভিন্ন গ্রামে, মৌলেদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়ি। তখন শান্তিগাছি, চরঘেরী, লাহিড়ীপুর,পরশমনি, রজতজুবিলি, বিধানকলোনি প্রভৃতি গ্রামের মৌলেদের সঙ্গে দেখা করি। সে সময় অভিজ্ঞ মৌলেদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামত জানার চেষ্টা করেছি। তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ এখানে উল্লেখ করছি। সুন্দরবনের জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে মৌমাছি পালনের সংখ্যা বাড়ছে। মৌমাছি পালকরা ভিন্ন থানার, ভিন্ন জেলার লোক। এঁরা বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে পয়সার অথবা মধুর বিনিময়ে বা বসাচ্ছেন। পালন করা মৌমাছিরা, শুধুমাত্র খেতে চাষ করা ফসলের ফুল থেকে পুষ্পরস (নেকটার) সংগ্রহ করে না। তারা জঙ্গলে যায় এবং জঙ্গলের ফুল থেকেও পুষ্পরস সংগ্রহ করে। সেটা করতে গিয়ে জঙ্গলের ডাঁশ মৌমাছির (এপিস ডরসাটা) সঙ্গে পালন করা মৌমাছির (এপিস মেলিফেরা) লড়াই হয়। সুন্দরবনের যেসব মৌলেদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা বলেছেন এ লড়াই–এ ডাঁশ মৌমাছি হেরে যায়। বাক্সের মৌমাছির শক্তি বেশি। যদিও আমরা জানি পাহাড়ি বা ডাঁশ মৌমাছি খুব হিংস্র ও জেদি। তাদেরকে পোষ মানানো যায় না। অভিজ্ঞ মৌলেরা আরও জানালেন যে, জঙ্গলের ডাঁশ মৌমাছিরাও লোকালয়ে এসে খেতে যে–সব ফসলের চাষ হয় তার ফুল থেকেও পুষ্পরস সংগ্রহ করে।

এর ফলে বাক্সের মৌমাছির মতো জঙ্গলের মৌমাছিরও একই পরিণতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে খেতে যেভাবে ঢালাও কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে তাতে, সুন্দরবন ও সংলগ্ন এলাকায় মৌমাছি সহ আন্যান্য পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গের সংখ্যা কমছে। সুন্দরবনের মৌলেদের পর্যবেক্ষণ সঠিক হলে অর্থাৎ জঙ্গলের মৌমাছি লোকালয়ে এসে ফুলের পুষ্পরস সংগ্রহ করলে, জঙ্গলের মধুকে ও কীটনাশক–জনিত দূষণ থেকে মুক্ত রাখা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে সুন্দরবনের একজন অভিজ্ঞ মৌলের সঙ্গে আমার কথোপকথনের কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিলাম। তাঁর নাম সুভাষ মন্ডল। বয়স ৫৪। জঙ্গলে মধু ভাঙার অভিজ্ঞতা বিশ বছরের বেশি। বাবার নাম : মোহন মন্ডল। গ্রাম : রজতজুবিলি। থানা : গোসাবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

– আপনারা কয় পুরুষ মধু ভাঙতে যাচ্ছেন? আমি জানতে চাইলাম।

সুন্দরবনের ডায়েরি

– চার পুরুষ। আমার বাবার ঠাকুরদা (দুর্লভ মন্ডল) এবং বাবার কাকা (সুধীর মন্ডল) মধু ভাঙতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছে। এখন আমার বাবার বয়স ৭৩, গত বছরও (২০১৪)মধু ভাঙতে গিয়েছিল। আমরা এখন

তিন ভাই (সুভাষ, ধ্রুব ও ধরণি) মধু ভাঙতে যাই।

– আপনারা সবাই অভিজ্ঞ। কয়েকটা ব্যপারে আপনাদের মতামত জানতে চাই। আপনার বাবাও এখানে আছেন। তিনিও বলবেন।

– বলুন কী জানতে চান? জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

– আপনি কি মনে করেন বাক্সের মৌমাছি জঙ্গলের ফুল থেকে মধু (পুষ্পরস) সংগ্রহ করে?

– নিশ্চই করে। বাক্সের মৌমাছিদের জঙ্গলের ফুলে বসতে দেখেছি। তা নাহলে

মৌমাছি পালকরা জঙ্গলের কাছাকাছি বাক্সগুলো পাতে কেন?

– তাহলে ডাঁশ মৌমাছির সঙ্গে বাক্সের মৌমাছির তো লড়াই হয়?

– হ্যাঁ, লড়াই তো হয়।

– এ লড়াই–এ জেতে কারা?

– বাক্সের মৌমাছিরা। তারাই বেশি শক্তিশালী। ডাঁশ মৌমাছিরা বাক্সের মোমাছিদের কাছে পেরে ওঠে না। জঙ্গলের মোমাছিরাও লোকালয়ে আসে। তুলনামূলকভাবে কম। তবে, বাক্সের মৌমাছিরা আমাদের অনেক ক্ষতি করছে।

– ক্ষতি করছে? কী রকম ক্ষতি?

– আমরা লঙ্কা, উচ্ছে, কুমড়ো ইত্যাদি সবজি চাষ করতাম। এখন বাক্সের মৌমাছির জ্বালায় করতে পারছি না। বাক্সের মৌমাছি আমাদের এলাকায় এতো বেশি জড়ো হয়েছে যে, তারা খেতের ফুলগুলোর ওপর দল বেঁধে বসে, তাদের রস নিঃশেষ করে শুষে নিচ্ছে। ফুলগুলো নিস্তেজ হয়ে শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। আমরা এখন সবজি চাষ বন্ধ করে দিয়েছি।

– কী বলছেন? মৌমাছি কমে গেলে পরাগ মিলনে বিঘ্ন ঘটবে। তাতে ফসলের বেশি ক্ষতি হবে।

– আগে আমরা ব্যপকভাবে সবজি চাষ করতাম। লঙ্কা, উচ্ছে, কুমড়ো, বেগুন, আলু ইত্যাদি। তখন তো বাক্স–মৌমাছি ছিল না। ফুলের পরাগ–মিলনে ঘাটতি হত না। আর আজ বাক্সের বিদেশি মৌমাছি চাষিদের সর্বনাশ করছে। একটা ফুলের ওপর এক সাথে অনেকগুলো মৌমাছির হুড়োহুড়ি করে মধু (পুষ্পরস) সংগ্রহ, সে–তো বলাৎকারের সামিল।

সুভাষবাবুর মতামতকে, সুন্দরবনের অন্যান্য দ্বীপের অনেক অভিজ্ঞ মৌলে ও সবজি চাষিরা জোরাল সমর্থন করেন। এই মতটা কতটা সঠিক, সেটা পতঙ্গ বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। আমি শুধু তাঁদের মতামত পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম। আমাদের সবার আগ্রহ রইল এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মতামত জানার জন্য ।

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০

বোলারদের ব্যর্থতায় সিরিজ হাতছাড়া

কমল নস্কর

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর কেমন কাটছে? সহজভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আপনি বা আমি প্রথমেই যে কথাটা বলব তা হল ০–৩ পিছিয়ে ফের আরও একটা

পরাজয়ের সিরিজের গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। অথচ যে কথাটা না উল্লেখ করলেই নয় তা হল সিরিজে এভাবে পিছিয়ে গেলেও ভারত কিন্তু যথেষ্ট ভালো প্রদর্শন করেছে এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে। অন্তত এখনও পর্যন্ত যেভাবে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা খেলছেন তা রীতিমতো প্রশংসাযোগ্য। বিশেষ করে তিনটি ওয়ানডের মধ্যে দুটিতেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন রোহিত শর্মা। তৃতীয় ম্যাচটিতে সেঞ্চুরি পেলেও আরও একটি নিশ্চিত শতরান মাঠে ছেড়ে এসেছেন ভারতীয় দলের সহ–অধিনায়ক বিরাট কোহলি। অধিনায়ক ধোনি, অজিঙ্কে রাহানে, শিখর ধাওয়ানরাও প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা দারুণ ফর্মে রয়েছেন। তাও এত ভালো ব্যাটিং পারফরমেন্স যার জেরে প্রথম দুটি ম্যাচে ৩০০ +, এবং তৃতীয় ম্যাচে ২৯৫ যথেষ্ট লড়াকু রান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুর্বল ভারতীয় বোলিংয়ের বদান্যতায় সেই রান তুলে দিচ্ছে অজিরা। তিনটি ম্যাচেই রান তাড়া করে সফল ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীরা। ভারতের বোলাররা এতটাই জঘন্য খেলছেন যে পাতে দেওয়ার মতোও বলা যাবে না। কী পেসার, কি স্পিনার সবাই ডাহা ফেল। এদের মধ্যে স্পিনারদের অবস্থা তো রীতিমতো সঙ্গীন। ঘরের মাঠের হিরো অশ্বিন–জাদেজারা পুরোপুরি ফ্লপ। পেসারদের মধ্যে উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা তো লেন্থ হাতরে বেড়াচ্ছেন। মানে সব দিক থেকেই ঘেটে ঘ। ভারতীয় ব্যাটিং যে শক্তিশালি তা আজকের কথা নয়। বিগত কতগুলি দশক তার জানান দিয়ে আসছে। গাভাসকার,শচীন, দ্রাবিড়দের ঐতিহ্য এখন বহন করে আসছেন রোহিত, বিরাট, অজিঙ্কেরা। কিন্তু ভারতীয় বোলিংয়ের হতশ্রী দশা যে এতটা বেড়ে গিয়েছে তা এই সিরিজের দিকে না তাকালে বোঝা যেত না। এখানেই একটা বৈপরীত্য চোখে পড়ছে। আগে দেখা যেত দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়তেন। বিশেষ অফ স্টাম্পের বাইরের বলে বিশাল অ্যালার্জি ছিল ভারতীয় ব্যাটারদের। শচীন,দ্রাবিড়ের মতো টেকনিক্যালি গুড ব্যাটসম্যানরাই বিদেশে গিয়ে সফল হতেন। সেই জায়গায় এখন ভাগ বসিয়েছেন বিরাট কোহলিরা। অথচ ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যখন অজিদের মাটিতে বুক চিতিয়ে লড়ছেন তখন সেখানকার বাউন্সি উইকেটের সুবিধা নিতে ব্যর্থ ভারতীয় বোলাররা। এই জায়গাতেই মূলত মার খাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। এই জায়গাটা না শুধরালে আগামিতে আরও দুঃখ রয়েছে ভারতের কপালে তা বলাইবাহুল্য। এর মধ্যে নিয়মরক্ষার বাকি দুটি ওয়ানডে যেমন রয়েছে তেমন আছে টি–২০– দুটি ম্যাচের সিরিজ। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে এবং মানসম্মান বাঁচাতে বোলাররা কিভাবে নিজেদের মেলে ধরেন দেখার এখন সেটাই।

ইস্টবেঙ্গলের ডবল হ্যাটট্রিককারী ফুটবলার বিভাস সরকার, এখন কেমন?

মলয় সুর

পনেরো বছরের ফুটবল জীবনে একবারই ডবল হ্যাটট্রিক করার সুযোগ এসেছিল বিভাস সরকারের সামনে। সেটি ছিল মরসুমের প্রথম ডবল হ্যাটট্রিক। ১৯৭৯ সালে জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে থাকাকালীন জলপাইগুড়ি স্টেডিয়ামে আইএফএ শিল্ডে পাঞ্জাব পুলিশের বিপক্ষে একাই ৬টি গোল করেন। বিভাস সরকার ছিলেন সেদিন আক্রমণ ভাগের সেরা খেলোয়াড়। ৬টি গোল করা ছাড়াও একাধিক গোলের রাস্তা গড়ে দিয়েছিলেন বিভাস। সেবার শিল্ডে ১০টি গোল করে টপ স্কোরার হয়েছিলেন। এরপরে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অসংখ্য গোল করলেও ডবল হ্যাটট্রিক করার সুযোগ পান নি কখনও। কলকাতার ফুটবলে ১৯৭০ সালে গড়ের মাঠে ভ্রাতৃসংঘ ক্লাবে প্রথম খেলেন। সেখানে তিন বছর কাটিয়ে গত ৭৩ সালে খিদিরপুর ক্লাবে খেলেই ৭৬এ ইস্টবেঙ্গলে স্ট্রাইকারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। চুঁচুড়ার মফস্বল শহরের ফুটবলার বিভাস সরকার। এদিকে সেই সময়ে ৭২'সালে জাতীয় জুনিয়র বেঙ্গল ফুটবল খেলেন। ৭৩এ জুনিয়র ইন্ডিয়া খেলে ফিরে আসার পর ওই বছরই হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কোম্পানিতে চাকরি পান। ৮০ সালে আবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে ডাক পায় বিভাস। সেবার ইস্টবেঙ্গলের দুর্দান্ত দল।

এক ঝাঁক ইরানি ফুটবলাররা মজিদ বাসকর, জামশিদ নাসিরি, খাবাজিরা দলে রয়েছেন। তারই মধ্যে বিভাসের নজরকাড়া পারফরম্যান্সের দরুণ দলে খেলার সুযোগ পান। শুধু কলকাতা লিগে নয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বড় টুর্নামেন্ট দার্জিলিং গোল্ড কাপেও তিনি গোল

করেছিলেন। এছাড়া একইভাবে মুম্বইয়েকুপারেজ স্টেডিয়ামে রোভার্স কাপে মহিন্দ্রা মহিন্দ্রার বিরুদ্ধে তাঁরই গোলে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়। ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন অনেকটাই অ্যাডভান্ডেজ পেয়েছিলেন। এরপরেই তাঁর জীবনে বিরাট অঘটন ঘটে হাঁটুতে কার্টিলেজ ছিঁড়ে যায়। বিভাসবাবু বলেন, হাঁটুর ব্যাথায় কাতর তিনি। অপারেশন করার পর সেভাবে দলকে সার্ভিস দিতে পারছিলেন না। এরপরই বুটজোড়া চিরতরে তুলে রাখেন। অন্যদিকে ১২৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ক্লাবে খেলা হয়নি বলে একটা আক্ষেপ রয়েছে তাঁর জীবনে। তাঁর নিজের ক্লাব চিনসুরা ইউনিয়ন অ্যাথলেটিক ক্লাব থেকেই ফুটবল জীবনের পায়ে খড়ি হয়। বর্তমানে সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন। তাঁর দুই পুত্র বিবশান ও বিলশান বিভিন্ন পেশায় আছেন। কেউই ফুটবল জগতের সঙ্গে যুক্ত নন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিন্তু সেইভাবে বিভাসকে মনে রাখেন নি, অকপটেই স্বীকার করলেন বিভাসবাবু। কলকাতার মাঠ থেকে দূরে সরে থাকলেও চুঁচুড়া মাঠে নিয়মিত ছোটদের ফুটবল প্র্যাকটিস শিক্ষার্থীদের টিপস দেন। আশা করেন আগামী দিনে আই এফ এ তাঁকে ডাকবে কিছু ভাল কাজ করার জন্য।

গণিত অলিম্পিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: গণিত অলিম্পিকে জোড়া সোনার পদক জিতে বিশ্বের ইতিহাসে বীরভূমের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখল সিউড়ির ইউপি পাব্লিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির দুই ছাত্র দীপতাভো দাস ও দীপতাংশু সরকার। Science olympiad Foundation(SOF)–এর 9th International Mathematic olympiad প্রথম ধাপ পরীক্ষা বিদ্যালয়ে ১০ ডিসেম্বর হয়েছিল। দীপতাংশু ৬০–এর মধ্যে ৫৩ এবং দীপতাভো ৫৯ নম্বর পেয়েছে। দীপতাংশু রাজ্যে ৪৪ এবং জাতীয়স্তরে ১২৩ স্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয় স্তরের পরীক্ষা হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। সিউড়ির দুই ছাত্র দীপতাভো দাস এবং দীপতাংশু সরকারের সোনার পদক জয়ের খবরে উচ্ছ্বাসে ভাসছে গোটা বীরভূম জেলা।

বরানগরে ফুটবল টুর্নামেন্ট কণাদ ভট্টাচার্যের স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্ম ১৯৭৪ সালে বীর শহিদ কর্নেল কণাদ ভট্টাচার্য যুদ্ধে দেশের হয়ে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর ছোড়া গুলির মুখে দাড়িয়ে বুক চিতিয়ে রক্তাক্ত হতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। সালটা হলো ১৯৯৯। আর সেই দিন থেকেই বরানগরের বাসিন্দা তরুণ তুর্কি কর্নেল কণাদ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও আয়োজন করা হয়েছে বরানগরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রগতি সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রগতি সঙ্ঘের মাঠে পাঁচ দিন ব্যাপী এক নৈশ ফুটবলের অল বেঙ্গল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেন। এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ১৩ জানুয়ারি চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি অন্ধকার আকাশকে বিদীর্ণ করে আলোক মালায় উদ্ভাসিত করার জন্য ছিল আকর্ষণীয় এক আতস বাজির পোড়ানোর অনুষ্ঠান সন্ধ্যে ৭টায় শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শেষে দিন হল ১৭ই জানুয়ারি এই দিন প্রথমে আতস বাজী পোড়ানোর অনুষ্ঠান শেষ করে রাত ৯টায় শুরু হবে ফাইনাল খেলা বলে জানালেন রথীন বাবু। পাঁচ দিনের হাড্ডা হাড্ডি লড়াইতে (ফুটবল) যে দল উইনার্স হবেন তারা পাবেন এক লক্ষ্য এগার হাজার একশো একটা এবং যে দল রানার্স হবেন তারা পাবেন আশি হাজার এক টাকা। অর্থমূল্য বহন করবেন যথাক্রমে লাল প্যাথ ল্যাব এবং ভৌমিক এন্ড সন্স। ১৩ তারিখ হাজির ছিলেন বরানগর পুরসভা প্রধান অপর্ণা মৌলিক, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শম্পা চন্দ, রামকৃষ্ণ পাল, রঞ্জন পাল। অনুষ্ঠানের শুরুতে বরানগরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শম্পা চন্দ বলেন মা–মাটি মানুষের সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে বাঙালির প্রিয় খেলা ফুটবলকে আবার নতুনভাবে সজীব করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সব ক্লাবগুলির দৈন্যদশা কাটাবার জন্যে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই উদ্যোগকে আর বাস্তবিক করার জন্যে আজ তাদের সহযোগিতা বেশি করে দরকার বলে তিনি জানান।

পাদপ্রদীপের আলোয় ফুটবলার জামির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথমে জেলার মাঠ। এরপরেই সাফল্য আসে সুব্রত কাপ ফুটবল খেলে। সাব–জুনিয়র

ফুটবল আসরে অনূর্দ্ধ ১২ বিভাগে গোলকিপার পজিশন খেলে নজির সৃষ্টি করেছে শেখ জামির। ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতিবান গোলকিপার হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেছে কলকাতার দুঃখীরাম কোচিং ক্যাম্পের শেখ জামির। হুগলির ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিলের লাগোয়া এলাকায় তাঁর বাড়ি। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে উঠছে জামির। আব্বা শেখ জামাদি লগন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় চাকরি করতেন। কোনও কারণে কোম্পানি তাকে বহিষ্কার করে। তাই পেটের তাগিদে বর্তমানে সে রাজমিস্ত্রির জোগাড়েতে কাজ করছেন। তাঁর আম্মা নূরজাহান, দিদি আফশানা খাতুন। বাবা মায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাতেই ক্লাস সিক্সের জামির একদিন ভর্তি হয়েছিল ভদ্রেশ্বরে দীনুর ফুটবল কোচিং সেন্টারে। সেখানে জামির প্রশিক্ষক দীনবন্ধু দানের কাছে প্রশিক্ষণ নেয়। এছাড়া সে ইস্টবেঙ্গল মাঠে দুঃখীরাম কোচিং ক্যাম্পে অতীত দিনের প্রাক্তন ফুটবলার মনোজিৎ দাস ও অমর ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে প্র্যাকটিস করে। ছোট্ট জামির ভোর ৫টা ২৩ মিনিটের ট্রেনে উঠে গড়ের মাঠে এরিয়ান ক্লাবে যায়। মাত্র নয় বছর বয়সেই চোখে পড়ে যায় প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ দীনবন্ধু দাসের কাছে। তাঁর হাতে ঘষে মেজে জামির গোলকিপার পজিশনে সুযোগ পায়। সেখান থেকে প্রায় ১৫০ জন ফুটবলার বাছাই হওয়ার পর সুযোগ ঘটে দুঃখীরাম কোচিং ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে তাকে। খেলতে খেলতে সুযোগ আসে অনূর্দ্ধ ১২ সাব–জুনিয়র খেলায়। তাঁর বন্ধু ছোট্ট আকিব নবাব মুকেশ আম্বানির সহধর্মিনী নীতা আম্বানির রিল্যায়েন্স ফাউন্ডেশনে রয়েছে। জীবন সংগ্রামে ছোট্ট জামিরের কাছে বড় ক্লাবে খেলাটাই এখন সেই পাখির চোখ। তাঁর আদর্শ গোলকিপার মোহনবাগানের দেবজিৎ মজুমদার। অন্যদিকে ভারত সেরা গোলকিপার সুব্রত পালের একনিষ্ঠ ভক্ত। সে ফুটবলের সব খবরাখবর রাখে। সেই লক্ষ্যেই আপাতত অবিচল ভদ্রেশ্বরের এই খুঁদে ফুটবলার।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

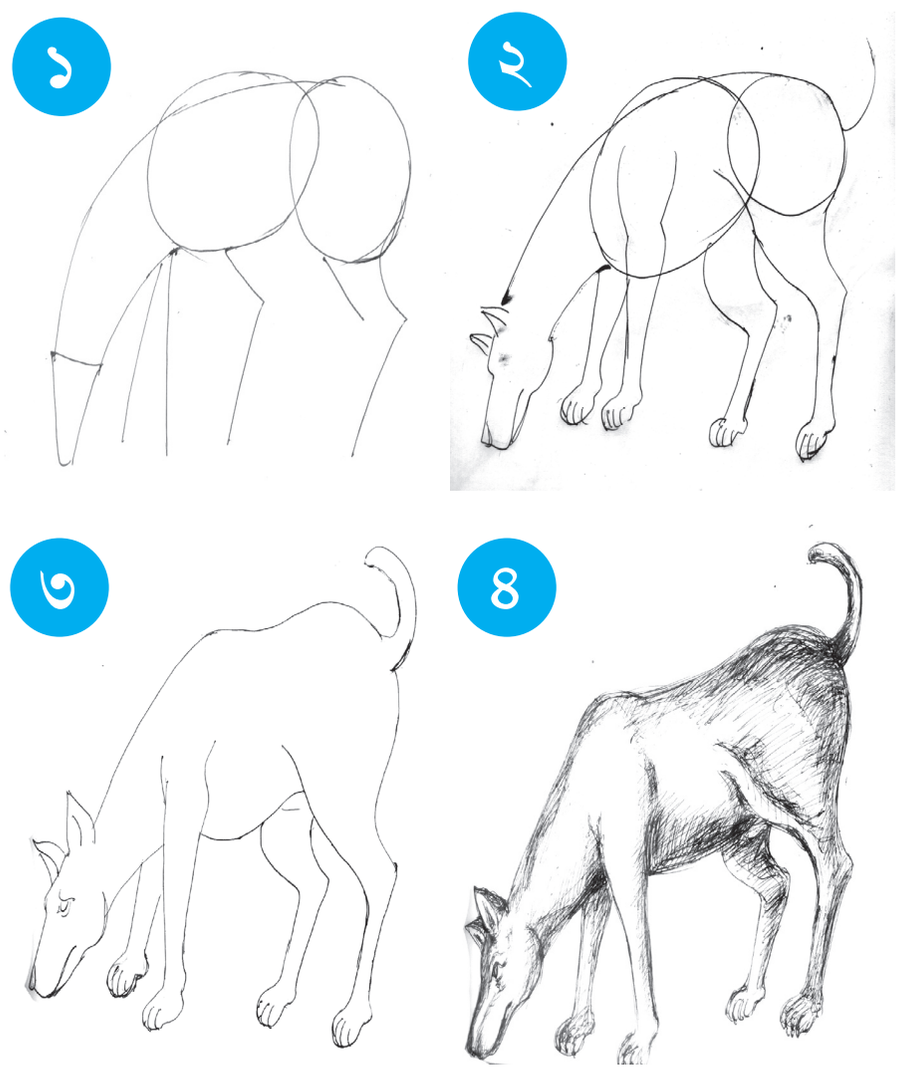

স্বপ্নের আনাগোনা

ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস

স্বপ্নের আনাগোনা সক্কালবেলা
স্কুল বাসে হইচই মাঠ জুড়ে খেলা।

টিফিন বাক্স নিয়ে লুকোচুরি চলে
কাগজের নৌকারা ভাসে হাঁটু–জলে।

ক্লাসের ভিতরে কেউ মুখ টিপে হাসে
ছবি আঁকা লুকোচুরি চলে শেষ ক্লাসে।

কেউ পড়া পারে কারো ঘুমঘুম পায়
এই আলো এই মেঘ বৃষ্টি নামায়।

গানের আন্টি এলে মজা হয় ভারি
হাম্পটি ডাম্পটি বলে যাবে মামাবাড়ি।

ঢং ঢং ঢং ঢং ছুটি ছুটি খেলা
স্বপ্নের ফেরিওয়ালা সাজে ছেলেবেলা।

মহাদেশের ধাঁধা

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

পৃথিবীতে ৫টি মহাদেশ। এর মধ্যে ৪টি মহাদেশের নামের ইংরাজি বানানে একটা মজার মিল আছে। সেই মিলটা কি? আবার পঞ্চম মহাদেশটির নামের বানানে একটা আলাদা মজা আছে— সেটাই বা কি?

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস 9038640030 এই নম্বরে

উদিতা মান্না, বয়স ৮, চেতলা আসর

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com